সেপ্টেম্বর

৩রা সেপ্টেম্বর

মহাপ্রাণ গ্রেগরি, পোপ ও মণ্ডলীর আচার্য

পর্ব

প্রথম পাঠ - সিরা ৩৯:১-১৪

শাস্ত্রবিদ্ সেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি

পরাৎপরের বিধানে যে মনোনিবেশ করে,
সেই বিধান যে ধ্যান করে,
সে সকল প্রাচীনদের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করে,
নবীদের বচনগুলি অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে।
সে প্রসিদ্ধ মানুষদের বচন অন্তরে গেঁথে রাখে,
রূপকের সূক্ষ্ম অর্থ ভেদ করে,
প্রবচনগুলির মর্মার্থ অনুসন্ধান করে,
রূপকের প্রহেলিকায় ব্যস্ত থাকে,
মহীয়ানদের মাঝেই তার সেবাকর্ম,
জননেতাদের সভায় সে উপস্থিত,
বিজাতিদের দেশে যাত্রা করে,
তাতে মানুষদের মধ্যে যা ভাল-মন্দ রয়েছে, সে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
খুব সকালে উঠে
সে তার নির্মাতা প্রভুর দিকে হৃদয় ফেরায়,
পরাৎপরের সম্মুখে মিনতি জানায়,
প্রার্থনার উদ্দেশে ওষ্ঠ উন্মোচিত করে,
নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।
মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে
সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে,
প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী বর্ষার মত ছড়িয়ে দেবে,
প্রার্থনায় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে।
সে সুমন্ত্রণা ও সদ্জ্ঞানে ন্যায়বান হয়ে উঠবে,
ঈশ্বরের রহস্যগুলি ধ্যান করবে।
সে আপন অর্জিত ধর্মশিক্ষার আলো ব্যক্ত করবে,
প্রভুর সন্ধির বিধানে গর্ববোধ করবে।
বহু বহু লোক তার সুবুদ্ধির প্রশংসাবাদ করবে,
তার কথা কখনও বিস্মৃত হবে না,
তার স্মৃতি কখনও মুছে যাবে না,
যুগের পর যুগ জীবিত থাকবে তার নাম।
জাতিসকল তার প্রজ্ঞার কথা বলবে,
জনমণ্ডলী প্রচার করবে তার প্রশংসাবাদ।
দীর্ঘায়ু হলে সে এমন সুনাম রেখে যাবে যা সহস্র নামের চেয়েও গৌরবময়,
সে মরলে, তা তার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি আমার ধ্যানের আরও কয়েকটা কথা ব্যক্ত করব,
অর্ধমাসের চন্দ্রের মতই আমি তাতে পরিপূর্ণ।
আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।
ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।

শ্লোক

℣ যৌবনকাল থেকেই গ্রেগরি ঈশ্বরের কাছে জীবন উৎসর্গ করলেন;
℟ তিনি সকল প্রত্যাশা স্বর্গীয় মাতৃভূমিতেই রেখেছিলেন।
℣ তিনি আপন ধন-ঐশ্বর্য নিঃস্বদের কাছে বিলি করে দিলেন, ও আদর্শ নিঃস্বতায় সেই খ্রীষ্টের অনুসরণ করলেন যিনি আমাদের জন্য নিজেকে নিঃস্ব করেছিলেন।
℟ তিনি সকল প্রত্যাশা স্বর্গীয় মাতৃভূমিতেই রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - এজেকিয়েলের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি ১ম পুস্তক ১১:৪-৬

ঈশ্বরভক্তির খাতিরে
আমি অবিশ্রান্ত ভাবেই তাঁর বিষয়ে কথা বলতে থাকি

আদমসন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম। লক্ষ করার বিষয় যে, যখন প্রভু এক ব্যক্তিকে প্রচারকাজে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁকে ‘প্রহরী’ বলেন, কেননা যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে তা দূর থেকে দেখবার জন্য প্রহরী সবসময় উচ্চস্থানেই দাঁড়ায়। যে কেউ জনগণের প্রহরী পদে নিযুক্ত হয়, তার দূরদর্শিতা গুণে উপকার করতে গিয়ে তাঁর উচিত নিজ জীবনাচরণেই উচ্চতে থাকা।

আমি যা বলছি, এসব কথা আমার নিজেরই কাছে কত না কঠিন লাগে! এ ধরনের কথা বলে আমি নিজেকে আঘাত করছি, কেননা আমার জিহ্বা প্রচারকাজ উপযুক্তভাবে পালন করে না, ও আমার জীবনও জিহ্বার উচ্চারিত কথার অনুসরণ করে না—জিহ্বাটা যখন যথাসাধ্য কথা বলে তখনও নয়!

আমি যে অপরাধী, তা আমি তো অস্বীকার করছি না, আমার নিজের শিথিলতা ও অবহেলাও দেখতে পাচ্ছি। হয় তো ঠিক আমার এ পাপস্বীকারই দয়ালু বিচারকের কাছ থেকে আমার জন্য ক্ষমা লাভ করবে।

অবশ্য আমি যখন মঠে ছিলাম, তখন নিষ্প্রয়োজন কথা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখতে ও মনকে গভীর ও প্রায়-অবিরত প্রার্থনায় রত রাখতে সক্ষম ছিলাম। কিন্তু যখন আমি নিজেরই কাঁধ পালকীয় সেবাকর্মের ভারে সঁপে দিলাম, তখন থেকে অন্তরটা বিবিধ ব্যাপারের মধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় বিধায় নিজের মধ্যে ঘন ঘন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতে আর পারছে না।

বাধ্য আছি একসময় মণ্ডলীগুলোর সমস্যা, অন্য সময় মঠাশ্রমগুলোর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে, বারবার ব্যক্তি-বিশেষের কাজ ও জীবনাচরণ পরীক্ষা করতে; একসময় জনগণের নিজস্ব ব্যাপারে মন দিতে, অন্য সময় বর্বর জাতিগুলোর অবশ্যম্ভাবী খড়্গের আঘাতে বিলাপ করতে, সেই নেকড়েগুলোকেও ভয় করতে যারা আমার হাতে ন্যস্ত পালকে আক্রমণ করছে।

একসময় আমাকে জাগতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হয়, শৃঙ্খলার বিধিনিয়ম যাদের সঙ্ঘবদ্ধ রাখে, সেই সকলের কাছে যেন উপযুক্ত সাহায্যের অভাব না হয়। অন্য সময় আমাকে কয়েকটা দস্যুকে অটল অন্তরে সহ্য করতে হয়, অন্য সময় ভ্রাতৃপ্রেম বজায় রাখতে চেষ্টা করেও তাদের সামনে রুখে দাঁড়াতে হয়।

আর আমার বিচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ মন যখন এত বড় ও এত ব্যাপক সমস্যাগুলো বিচার করতে বসে, তখন প্রচারকাজে সম্পূর্ণরূপে রত থাকবার জন্য ও বাণী-সেবাকর্ম থেকে দূরে না যাবার জন্য সেই মনটা কেমন করে

শান্তিলাভের জন্য নিজের দিকে ফিরে তাকাবে?

আরও, যেহেতু কাজের কারণে আমাকে সংসারের মানুষের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করতে হয়, সেজন্য আমি কয়েক বার জিহ্বাকে সংযত রাখায় তত সতর্ক নই। আসলে, আমি যদি অবিরত আত্মসংযম-চর্চায় রত থাকি, তাহলে জানি যে, যারা দুর্বল তারা আমার হাত থেকে পালিয়ে যাবে, আর আমি যেখানে চাই সেখানে তাদের কখনও নিয়ে যেতে পারব না। ফলে এমনটি ঘটে যে, বহুবার আমি ধৈর্য ধরে তাদের নিষ্প্রয়োজন কথা শুনতে বসে থাকি, ও যেহেতু আমি নিজেও দুর্বল, সেজন্য আস্তে আস্তে অসার কথোপকথন দ্বারা আকর্ষিত হয়ে শেষে আনন্দের সঙ্গেই সেই বিষয়ে কথা বলতে থাকি যা অনিচ্ছাকৃতভাবে শুনতে শুরু করেছিলাম, এমনকি সেইখানে সানন্দে শুয়ে পড়ি যেখানে পড়তে ঘৃণা করছিলাম।

তবে আমি কী প্রকার প্রহরী, আমি যে পর্বতচূড়ায় কাজ না করে দুর্বলতা-উপত্যকায় এখনও শুয়ে আছি? তবু যেহেতু তাঁর প্রতি ভক্তি-ভালবাসার খাতিরে আমি অবিশ্রান্ত ভাবেই তাঁর বিষয়ে কথা বলতে থাকি, সেজন্য মানবজাতির স্রষ্টা ও মুক্তিসাধকের এমন সাধ্য রয়েছে যার ফলে তিনি অযোগ্য এই আমাকে সদাচরণ ও বাক্‌শক্তি দান করেন।

শ্লোক

℟ তিনি পবিত্র শাস্ত্রের অতলান্ত গভীরতা থেকে কাজ ও ধ্যানের জন্য উপযোগী নিয়ম তুলে নিলেন, ও জনগণের জীবনে সুসমাচারের জীবনময় জল সঞ্চার করলেন।
℣ মণ্ডলীর মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর এখনও ধ্বনিত।
℟ তিনি ঈগল পাখির মত ঊর্ধ্ব থেকে সবকিছুর অর্থ ধরতে পারলেন, ও ভ্রাতৃপ্রেম গুণে ছোট-বড় সকলেরই উপকার করলেন।
℣ মণ্ডলীর মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর এখনও ধ্বনিত।

৮ই সেপ্টেম্বর

ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মতিথি

পর্ব

প্রথম পাঠ - আদি ৩:৯-২০

ঈশ্বর পাপী মানুষকে শাস্তি দেন
ও তাকে পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি দেন

[সেই আদিকালে] প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে ডাকলেন; তাকে বললেন, ‘তুমি কোথায় আছ?’ সে উত্তরে বলল, ‘বাগানে তোমার সাড়া পেয়ে আমি ভয় পেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ; তাই নিজেকে লুকিয়েছি।’ তিনি বললেন, ‘তুমি যে উলঙ্গ, একথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল খেতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল খেয়েছ?’ মানুষ উত্তরে বলল, ‘আমার সঙ্গিনী করে যাকে তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নারীই আমাকে সেই গাছের ফল দিয়েছে, আর আমি তা খেয়েছি।’ প্রভু পরমেশ্বর নারীকে বললেন, ‘তুমি এ কী করলে?’ নারী উত্তরে বলল, ‘সাপ-ই আমাকে ভুলিয়েছে, আর আমি খেয়েছি।’

তখন প্রভু পরমেশ্বর সাপকে বললেন, ‘এই কাজ করেছ বিধায় অভিশপ্তই তুমি সমস্ত গবাদি পশু ও সমস্ত বন্যজন্তুর চেয়ে! তোমাকে বুকেই হাঁটতে হবে, ও তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে ধুলো খেতে হবে। আমি তোমার ও নারীর মধ্যে, তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা জাগিয়ে তুলব; তার বংশ তোমার মাথা পিষে মারবে, আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে।’

নারীকে তিনি বললেন, ‘আমি তোমার প্রসবযন্ত্রণা তীব্র করে তুলব, যন্ত্রণার মধ্যেই তুমি সন্তান প্রসব করবে; তোমার আকাঙ্ক্ষা হবে স্বামীর প্রতি, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব চালাবে।’

আদমকে তিনি বললেন, ‘যে গাছের ফল সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তা খাবে না, তোমার স্ত্রীর

কথা শুনে তুমি তার ফল খেয়েছ বিধায় তোমার কারণে ভূমি অভিশপ্ত হোক! তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তুমি ক্লেশেই তা ভোগ করবে। এই ভূমি তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলাবে, মাঠের উদ্ভিদ হবে তোমার খাদ্য। তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই আহার করবে—যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাও, যেহেতু মাটি থেকেই তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছে: কেননা তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে।'

সেই মানুষ নিজের স্ত্রীর নাম হবা রাখল, কেননা সে সকল জীবিতের জননী হল।

শ্লোক

℣ দাউদ-বংশের মধ্য থেকে সেই কুমারী মারীয়া জন্ম নিলেন, যিনি ত্রাণকর্তার জননী হতে যোগ্যা বলে গণ্য হলেন:

℟ তাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে।

℣ এসো, ভক্তি ও আনন্দের সঙ্গে পবিত্রা কুমারীর জন্মপর্ব উদ্‌যাপন করি:

℟ তাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর দামিয়ানের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৫**

স্বর্গরাজ্যের আবাস

প্রিয় ভাইবোনেরা, ধন্যা কুমারী সেই ঈশ্বরজননীর জন্মতিথি সঙ্গতভাবেই মানুষের কাছে অসীম ও বিশেষ আনন্দ এনে দেয়, কারণ এতেই গোটা মানবজাতির পরিত্রাণের সূচনা নিহিত। কেননা যেমন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টির আগেও নিজ যত্নশীলতার অবর্ণনীয় জ্ঞান দ্বারা এমন পূর্বচিহ্ন দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ শয়তানের চাতুরির ফলে বিনষ্ট হবে, তেমনি নিজের অসীম দয়ায় অনাদিকালের আগে মানবজাতির মুক্তিকর্ম জারি করেছিলেন; এবং নিজের প্রজ্ঞায় তিনি সেই পরিত্রাণের উপায় ও বিন্যাসই শুধু নিরূপণ করেননি, কিন্তু কবেই তার মুক্তি সাধন করবেন তাও নির্ধারণ করেছিলেন।

সুতরাং, যেমন কুমারী থেকে ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম না ঘটলে মানবজাতির মুক্তি সাধিত হওয়া অসম্ভব ছিল, তেমনি এ আবশ্যক ছিল যে, সেই কুমারীই জন্ম নেবেন যাঁর কাছ থেকে বাণী মানবদেহ ধারণ করার কথা ছিল। অর্থাৎ এ আবশ্যক ছিল যে, পৃথিবীতে নেমে এসে স্বর্গরাজ প্রসন্ন হয়ে যে গৃহ নিজ আবাসরূপে গ্রহণ করার কথা ছিল, আগে সেই গৃহ নির্মিত হোক। তেমন গৃহ বিষয়ে সলোমন বলেন: *প্রজ্ঞা নিজের গৃহ নির্মাণ করল, তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল।* আর প্রকৃতপক্ষে এ কুমারী-গৃহ সাতটা স্তম্ভের উপরে স্থাপিত, কারণ পবিত্রা ঈশ্বরজননী পবিত্র আত্মার সপ্ত দান দ্বারা অলঙ্কৃতা হলেন।

এ আবশ্যক ছিল যে, আগে সেই বরের বাসর তৈরি হোক, যিনি মণ্ডলীর সঙ্গে বিবাহ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছিলেন ও পবিত্র আত্মার আনন্দে উল্লসিত হয়ে দাউদ যাঁর বিবাহ-গীত গান করতে করতে বলেছিলেন: *প্রভু বরের মত বাসর থেকে বেরিয়ে আসেন।*

অতএব আজকের দিনে এ সমীচীন যে, সমগ্র জগৎ উল্লাসে মেতে উঠবে; আর সঙ্গতভাবেই আজ গোটা পবিত্র মণ্ডলী বরের জননীর জন্মলগ্ন উপলক্ষে আনন্দের আতিশয্যে গম্ভীর বন্দনাগানের সাথে সাথে আনন্দপূর্ণ গুণকীর্তনও মিশ্রিত করে।

প্রিয়জনেরা, এসো, এদিনে আনন্দ করি, কেননা ধন্যা কুমারীর জন্মতিথি শ্রদ্ধা করায় আমরা একইসময়ে নবসন্ধির সকল পর্বের সূচনাও উদ্‌যাপন করি।

এসো, এদিনে আনন্দ করি, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুতে উল্লাস করে আমাদের মুক্তিসাধকের সেই জননীর স্মৃতি রক্ষা করি যাঁর জন্মতিথিতে পরবর্তী যত ধর্মোৎসবের উৎপত্তি উদ্‌যাপন করি।

কেননা যখন সলোমন পার্থিব মন্দির উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে সমগ্র ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে এমন চমৎকার বলিদান গাম্ভীর্য সহকারে উদ্‌যাপন করলেন, তখন খ্রীষ্টসমাজের অন্তরে সেই কুমারী মারীয়ার জন্মতিথি কতই না আনন্দ সঞ্চার করবে! কেননা তাঁর কাছ থেকে মানবস্বরূপ গ্রহণ করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর তাঁরই গর্ভে পবিত্রতম

মন্দিরেই যেন নেমে এলেন ও মানুষদের মাঝে দৃশ্যগতভাবে বসবাস করতে প্রসন্ন হলেন!

শ্লোক

প্র হে কুমারী ঈশ্বরজননী, তোমার জন্ম সমগ্র বিশ্বের কাছে আনন্দবার্তা প্রচার করল।

উ তোমার গর্ভেই ধর্মময়তার সূর্য আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রীষ্ট জন্ম নিলেন: তিনি অভিশাপ হরণ করে অনুগ্রহ এনে দিলেন, ও মৃত্যু জয় করে অনন্ত জীবন দান করলেন।

প্র নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

উ তোমার গর্ভেই ধর্মময়তার সূর্য আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রীষ্ট জন্ম নিলেন: তিনি অভিশাপ হরণ করে অনুগ্রহ এনে দিলেন, ও মৃত্যু জয় করে অনন্ত জীবন দান করলেন।

বিকল্প (খ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য রাবানুস মাউরুসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ২৭**

প্রত্যাশিত দিন এসে গেছে

প্রিয়জনেরা, যে দিনের প্রত্যাশায় ছিলাম, নিত্যকুমারী মারীয়ার সেই দিন, ধন্যা ও শ্রদ্ধেয়া মারীয়ার সেই দিন এসে গেছে। তেমন মহতী কুমারীর জন্মের জন্য উজ্জ্বল হয়ে আমাদের পৃথিবী মহা আনন্দে মেতে উঠুক। তাঁর মাতৃত্ব গুণে সৃষ্টজীবদের স্বরূপ রূপান্তরিত হল ও তাদের পাপ মুছে ফেলা হল; কেননা, *যন্ত্রণার মধ্যেই তুমি সন্তান প্রসব করবে,* ঈশ্বরের এই ভয়ঙ্কর দন্ডাদেশ মারীয়াতেই বাতিল করা হল, যেহেতু তিনি আনন্দেরই মধ্যে প্রভুকে জন্ম দিলেন। হবা দুঃখ করেছিলেন, মারীয়া আনন্দই করলেন; হবা নিজের গর্ভে অশ্রু বরণ করেছিলেন, মারীয়া কিন্তু আনন্দ, কারণ হবা পাপীকে জন্ম দিয়েছিলেন, মারীয়া এমন একজনকে জন্ম দিলেন যিনি পাপশূন্য। উপরন্তু, মারীয়া কুমারী অবস্থায়ই জন্ম দিলেন, ও পুত্রের প্রসবের পরেও কুমারী হয়ে থাকলেন।

দূত তাঁকে বলেছিলেন: *প্রণাম, প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।* হ্যাঁ, প্রভু তোমার হৃদয়ে, তোমার গর্ভেই তোমার সঙ্গে আছেন; রক্ষা ও সহায়তা দানেই তিনি তোমার সঙ্গে আছেন। ধন্যা কুমারী, আনন্দ কর: দেখ, খ্রীষ্টরাজ স্বর্গ থেকে তোমার গর্ভে নেমে এসেছেন। *নারীকুলে তুমি ধন্যা,* কারণ নর-নারী সকলেরই জন্য তুমি জীবনকেই প্রসব করেছ। আমাদের মানবজাতির জননী জগতে এনে দিয়েছিলেন শাস্তি, আমাদের প্রভুর জননী জগতে এনে দিয়েছেন পরিত্রাণ। হবা মৃত্যু এনেছিলেন, মারীয়া জীবন দান করেছেন, কেননা তিনি অবাধ্যতার স্থানে বাধ্যতাই উপস্থিত করেছেন। এজন্যই মারীয়া আনন্দের মধ্যে পুত্রকে প্রসব করেন, পুলকিত প্রাণে নিজ পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, তাঁকেই বরণ করেন যিনি তাঁকে বরণ করেন। শোন তিনি কেমন কথা বলেন: *প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ; আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস; কারণ তাঁর দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি; এখন থেকে যুগে যুগে সকলেই আমাকে সুখী বলবে, কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান।*

তারপর, দূতের আশিসপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর পর কুমারী নীরব হয়ে মনে মনে তেমন সম্ভাষণের অর্থ ভাবতে ভাবতে স্বর্গদূত বলে চললেন, *ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যীশু রাখবে। মারীয়া দূতকে বললেন, এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না? উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন।* কথা শেষে দূত বিলম্ব না করে চলে গেলেন ও খ্রীষ্ট আপন বাসরে প্রবেশ করলেন।

এসো, এ মহতী কুমারীর দিবসে আনন্দ করি: নারীকুলের মধ্যে কেবল তিনিই তো নিজের পবিত্র ও শুচি দেহে—নিজের কুমারী-গর্ভে—সেই রাজাকে বরণ করতে যোগ্যা বলে গণ্য হলেন যাঁকে স্বর্গ, মর্ত বা সমুদ্রও নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে অক্ষম। তিনি যেন স্নেহভরে আমাদের হয়ে তাঁর সেই পুত্রেরই কাছে প্রার্থনা করেন যিনি আনন্দের মধ্যে তাঁকে সেই স্বর্গধামে নিয়ে গেলেন যেখানে তিনি এখন তাঁর সঙ্গে রাজত্ব ও বিরাজ করেন

চিরকাল ধরে। আমেন।

শ্লোক

প্র হে কুমারী ঈশ্বরজননী, তোমার জন্ম সমগ্র বিশ্বের কাছে আনন্দবার্তা প্রচার করল।
উ তোমার গর্ভেই ধর্মময়তার সূর্য আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রীষ্ট জন্ম নিলেন: তিনি অভিশাপ হরণ করে অনুগ্রহ এনে দিলেন, ও মৃত্যু জয় করে অনন্ত জীবন দান করলেন।
প্র নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
উ তোমার গর্ভেই ধর্মময়তার সূর্য আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রীষ্ট জন্ম নিলেন: তিনি অভিশাপ হরণ করে অনুগ্রহ এনে দিলেন, ও মৃত্যু জয় করে অনন্ত জীবন দান করলেন।

বিকল্প (গ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি **উপদেশ ১**

প্রাচীন যত বিষয় অতীত হয়েছে,
দেখ, নতুন কিছুরই আবির্ভাব

খ্রীষ্টই বিধানের পরিণাম। তাই বিধানের অক্ষর থেকে তিনি যতখানি আমাদের মুক্ত করেন, প্রসন্ন হয়ে তিনি যেন আত্মার দিকেই ততাধিক আমাদের উন্নীত করেন।

খ্রীষ্টেই বিধানের পূর্ণতা বিরাজিত, কেননা স্বয়ং বিধানকর্তা পূর্ণতার দিকে সবকিছু আনবার পর সবকিছু নিজেতেই পুনর্মিলিত করে অক্ষরকে আত্মায় পরিণত করলেন। বিধান অনুগ্রহ দ্বারা সঞ্জীবিত হল, এবং সুসম্পর্কযুক্ত ও উর্বর মিলনে অনুগ্রহের সেবায় রাখা হল। বিধান ও অনুগ্রহ, কোন মৌলিক পরিবর্তন বা এলোমেলো মিশ্রণের অধীন না হয়ে দু'টোই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখল। তবু আগে যা ভারী বোঝা ও স্বৈরশাসন ছিল, সেই বিধান ঈশ্বরের কাজের ফলে লঘু ভার ও স্বাধীনতার উৎস হয়ে উঠল।

তাতে, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, আমরা *সংসারের পদার্থের ক্রীতদাস আর নই*, বিধানের জোয়াল দ্বারাও আর বশীভূত নই, মৃত অক্ষরের বন্দিও আর নই।

খ্রীষ্ট আমাদের দিলেন ঈশ্বরের পরিকল্পনার ঐশপ্রকাশ, দিলেন যত মানবীয় গর্বোদ্ধত স্বনির্ভরশীলতার উপর বিজয়: তাঁর এ শুভ দানগুলোর সার হল মাংসধারী ঈশ্বর-রহস্য ও সেই মানুষের ঈশ্বরত্বলাভ যে মানুষকে বাণী ধারণ করেছেন। উজ্জ্বল আলো এবং স্বচ্ছ ও দৃশ্য ঐশবাস্তবতা রূপে মানবের মাঝে ঈশ্বরের আগমন হল পরিত্রাণের আসল মহা ও বিস্ময়কর শুভদান—তেমন শুভদানই আমাদের দেওয়া হল।

আজকের পর্বদিনে আমরা ঈশ্বরজননীর জন্মতিথি উদ্‌যাপন করছি। কিন্তু ঘটনাটির প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্য হল বাণীর দেহধারণ, কেননা সর্বযুগের রাজা সেই ঈশ্বরের জননী হবার জন্যই মারীয়া আজ জন্ম নেন, মায়ের বুকের দুধ খান, লালিত-পালিত হন।

ধন্যা কুমারী মারীয়ার পুণ্যে আমরা দ্বিগুণ উপকার উপভোগ করি: তিনি সত্য জ্ঞানে আমাদের উন্নীত করেন ও অক্ষরের সেবা থেকে ছুটি দিয়ে সেই অক্ষরের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করেন। কেমন করে ও কোন্ শর্তে তা ঘটল? দিনের আলোর আবির্ভাবে রাতের ছায়া দূরে চলে যায় ও বিধানের বন্দিদশার স্থানে অনুগ্রহ আমাদের স্বাধীনতা এনে দেয়। আজকের পর্ব হল নব ও প্রাক্তন সন্ধির মধ্যে সীমারেখা স্বরূপ। পর্বটি দেখায় কেমন করে সত্যটি প্রতীক ও দৃষ্টান্তের স্থান দখল করে, কেমন করে নবসন্ধি প্রাক্তন সন্ধির স্থানে উপস্থিত। তাই গোটা সৃষ্টি আনন্দগান করুক, উল্লাস করুক, আজকের দিনের ফুর্তিতে যোগদান করুক। স্বর্গদূত ও মানবকুল মিলে আজকের ধর্মানুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশ নিন। মর্তবাসী স্বর্গবাসী সকলেই এ পর্ব উদ্‌যাপন করুক; কারণ আজ হল সেদিন যেদিনে বিশ্বস্রষ্টা আপন মন্দির নির্মাণ করলেন, আজ হল সেদিন যেদিনে চমৎকার সঙ্কল্প অনুসারে সৃষ্টজীব স্রষ্টার মনোনীত আবাস হয়ে ওঠে।

শ্লোক

℣ এসো, ভক্তি ও আনন্দের সঙ্গে পবিত্রা কুমারীর জন্মপর্ব উদ্‌যাপন করি:

℟ তাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে।

℣ এসো, পবিত্রা ঈশ্বরজননী মারীয়ার পর্বদিনে গৌরবময় খ্রীষ্ট প্রভুর গুণকীর্তন করি।

℟ তাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে।

৯ই সেপ্টেম্বর

সাধু পিতর ক্লাভের, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর ক্লাভেরের পত্রাবলি **৩১শে মে ১৬২৭-এর পত্র**

দীনহীনের কাছে শুভসংবাদ, ভগ্নহৃদয়ের কাছে নিরাময়, কারারুদ্ধের কাছে মুক্তি

গতকাল, এই ১৬২৭ সালের ৩০শে মে, পবিত্রতম ত্রিত্বের পর্বদিনে, মস্ত বড় একটা জাহাজ থেকে বহু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ নামল যাদের আফ্রিকার নদ-নদী থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কমলা ও সাধারণ লেবু, মিষ্টি বিস্কুট ও অন্য ধরনের অনেক কিছুতে ভরা দু'টো ঝুড়ি নিয়ে আমরা সাথে সাথে সেখানে গেলাম। তাদের কাঁচা ঘরে গেলাম: মনে হচ্ছিল আমরা আর এক গিনি-দেশে ঢুকছি। নানা ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকলাম যতক্ষণ না অসুস্থদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অসুস্থরা অনেকেই ছিল, তারা ভিজা মাটির উপর, এমনকি কাদার মধ্যেই শোয়া ছিল। আর্দ্রতা কমাবার জন্য টুকরো টুকরো টালি ও ইঁট নিয়ে একটা ঢিপি তৈরি করা হয়েছিল; সুতরাং এটিই ছিল তাদের বিছানা, যা একারণেই একেবারে অস্বস্তিকর শুধু নয়, কিন্তু বিশেষভাবে এই কারণে যে, তারা উলঙ্গ ছিল, দেহ রক্ষার জন্য তাদের কোন কাপড় ছিল না।

তাই আলোয়ান খুলে ফেলে আমরা গুদাম থেকে তক্তা ইত্যাদি মাল আনলাম যা দিয়ে কাঠের একটা মঞ্চ গড়া যেতে পারে; এভাবে কোন রকমে মেঝে বিশিষ্ট একটা স্থান প্রস্তুত করলাম যেখানে, লোকদের ভিড়ের মধ্যে যাওয়ার পথ খুলে, অবশেষে অসুস্থদের বয়ে আনতে পারলাম। তারপর আমরা তাদের দুই দলে ভাগ করলাম, আমার সহকারী একজন দুভাষীকে সঙ্গে নিয়ে এক দলের কাছে গেল, আর এক দলের কাছে আমি নিজে গেলাম। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ দু'জন ব্যক্তি আধা মরা অবস্থায় ছিল, ইতিমধ্যে তারা ঠান্ডা হয়ে গেছিল, তাদের নাড়ি প্রায় পাওয়া যাচ্ছিল না। একটা টালি দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা জড় ক'রে মরনাপন্নদের মাঝামাঝিতে রাখলাম, এবং যে সুগন্ধি আমরা দু'টো থলিতে করে এনেছিলাম, তা সেই আগুনের উপরে ছুড়লাম, আর এভাবে, এই বিশেষ অবস্থায়, আমাদের সমস্ত সুগন্ধি ফুরিয়ে গেল। তারপর আমাদের নিজেদের আলোয়ান দিয়ে (কৃষ্ণাঙ্গদের তো আলোয়ানের মত কিছুই ছিল না, এবং তাদের মালিকদের কাছ থেকে তেমন কিছু চেয়ে নেওয়া বৃথাই কাজ হত) তাদের জন্য উপধূপন ব্যবস্থা করলাম; এতে মনে হল তারা কিছুটা গরম পেতে লাগল ও কেমন যেন প্রাণ ফিরে পেল। কেমন চোখের আনন্দের সঙ্গে তারা আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল, তা সত্যি দেখার বিষয়!

এভাবে আমরা কথায় নয় বরং হাত ও কর্মের মাধ্যমেই তাদের সঙ্গে কথা বললাম; আর আসলে, যেহেতু তারা এবিষয়ে নিশ্চিত ছিল যে, তাদের খাওয়ার জন্যই তাদের সেই স্থানে কেড়ে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেজন্য অন্য কোন উপদেশ দেওয়া একেবারে অনর্থকই হত। তাই তাদের পাশে পাশে বসলাম, কিংবা হাটুপাত করলাম, আঙুররস দিয়ে তাদের মুখ ও গা মুছে দিলাম; উষ্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের খুশি করতে চেষ্টা করলাম এবং তাদের কাছে সরলতাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করলাম যেইভাবে সাধারণত অসুস্থদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়।

তারপর আমরা দীক্ষাস্নানের শিক্ষা দিতে শুরু করলাম, অর্থাৎ আমরা বোঝালাম সেই সাক্রামেন্ত আত্মায় ও দেহে কেমন অপরূপ কল্যাণ এনে দেয়। আমাদের প্রশ্নে তাদের উত্তর পেয়ে আমরা যখন মনে করলাম তারা যথেষ্ট বুঝেছিল, তখন অধিক বিস্তারিত শিক্ষাদানে পদার্পণ করলাম, যথা: সেই একমাত্র ঈশ্বর যিনি প্রত্যেকজনের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি দান করেন; ইত্যাদি বিষয়। তখন আমরা তাদের আহ্বান করলাম তারা যেন অনুতাপ ক'রে তাদের পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। অবশেষে, যখন আমাদের মনে হল তারা

মোটামুটি প্রস্তুত, তখন আমরা ত্রিত্ব, দেহধারণ ও যন্ত্রণাভোগ নিগূঢ়তত্ত্বগুলো বুঝিয়ে দিলাম, এবং ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট-বিশিষ্ট ক্রুশটি দেখিয়ে (ক্রুশটি দীক্ষাকুণ্ডের উপরে আঁকা সেই ক্রুশের ছবির মত, যে ছবিতে খ্রীষ্টের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত-নদী বয়) আমরা তাদের ভাষায় অনুতাপ নিবেদন আবৃত্তি করতে করতে তারা প্রতিটি কথা পুনরুচ্চারণ করত।

শ্লোক মথি ২৫:৩৫,৪০খ; যোহন ১৫:১২

℟ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে:

℣ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

℟ আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।

℣ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

১২ই সেপ্টেম্বর

‘মারীয়া’ পবিত্রতম নাম

দ্বিতীয় পাঠ - কুমারী মাতার প্রশংসায় সাধু বার্নাডের উপদেশাবলি **উপদেশ ২, ১৭:৩৩**

সবকিছুতেই মারীয়ার কথা ভাব ও তাঁকে ডাক

সুসমাচার-রচয়িতা বলেন: *কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া।* এসো, এই নাম সম্পর্কেও কিছু বলি, ব্যাখ্যা অনুসারে যে নামের অর্থ দাঁড়ায় ‘সাগরের তারা’; এ এমন নাম যা কুমারী মাতার বেলায় খুব সুন্দরভাবে প্রযোজ্য। কেননা তাঁকে খুবই উপযুক্তভাবে একটা জ্যোতিষ্কের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যেহেতু একটা জ্যোতিষ্ক যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে রশ্মি ছড়ায়, তেমনি কুমারী মাতা নিজের কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে পুত্রকে প্রসব করলেন। তাছাড়া যেমন রশ্মি জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বলতা কমায় না, তেমনি পুত্রও মাতার অক্ষুণ্নতা কমান না। সুতরাং তিনি হলেন সেই যোগ্যতম তারা যা যাকোব থেকে উদ্গত হয়েছিল, যার রশ্মি-সকল গোটা জগৎকে আলোকিত করে এবং যার উজ্জ্বলতা স্বর্গেও উদ্ভাসিত হয়, পাতালেও প্রবেশ করে, এবং গোটা জগৎকে ঘিরে ও দেহের চেয়ে অন্তরকেই উষ্ণ করে সদ্‌গুণ পোষণ করে ও রিপুগুলো দূর করে দেয়। তিনি হলেন সেই উজ্জ্বলতম ও আশ্চর্য তারা যা প্রয়োজনমতোই এই বিরাট ও ব্যাপক সাগরের উপরে উন্নীতা: এমন তারা যা নিজের পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য দীপ্তিময় ও তার নিজের আদর্শের জন্য উজ্জ্বল।

তাই তুমি যে এই সংসারের তরঙ্গমালায় কেমন যেন অনুভব করছ তুমি পৃথিবীর উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছ তত নয় বরং উত্তাল তরঙ্গ ও ঝড়ো বাতাসের মধ্যে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছ, সেই তুমি যদি ঊর্মিমালা দ্বারা নিমজ্জিত হতে না চাও, তবে এই তারার দীপ্তি থেকে চোখ ফিরিয়ো না। যদি প্রলোভনের ঝড়ো বাতাস বয়, যদি নানা কষ্ট-বিপত্তির খাড়া পাথরে পা বাঁধা পড়ে, তাহলে তারাটির দিকে তাকাও, মারীয়াকে ডাক। যদি অহংকার, অভিমান, হিংসা বা ঈর্ষার তরঙ্গ তোমাকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেয়, তাহলে তারাটির দিকে তাকাও, মারীয়াকে ডাক। যদি মনে কর রাগ, কৃপণতা বা দেহের লোলুপতা তোমার আত্মার ছোট নৌকা ভেঙে দিচ্ছে, তাহলে মারীয়ার দিকে তাকাও। যদি তোমার গুরুতম পাপকর্মের জন্য দুশ্চিতার মধ্যে আছ, যদি তোমার নোংগ্রামির কথা ভেবে তোমার বিবেক দিশেহারা হয়ে পড়ে, যদি শেষ বিচারের চিন্তায় তুমি আতঙ্কিত এবং অবসন্নতা-গর্তে আকর্ষিত, তাহলে পরম দুশ্চিন্তার গভীরতম গহ্বর থেকে মারীয়ার কথা ভাব। বিপদের দিনে, মনের কষ্টের সময়ে, দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হওয়ার দিনে মারীয়ার কথা ভাব, মারীয়াকে ডাক। মারীয়া নামটি সবসময় তোমার ওষ্ঠে থাকুক, সবসময় তোমার অন্তরে থাকুক; এবং তাঁর মিনতির সহায়তা পাবার জন্য তাঁর আদর্শ অনুকরণে কখনও ক্ষান্ত হয়ো না। তাঁকে অনুসরণ করে তুমি কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে তোমার অন্তরে আশা কখনও নিভবে না, তাঁর কথা ভেবে কখনও ভুলভ্রান্তিতে পতিত হবে না। মারীয়া তোমাকে ধরে রাখলে তুমি পড়বে না;

তাঁর সহায়তাগুণে ভীত হবে না, তিনি তোমাকে চালনা করলে ক্লান্তিভোগ করবে না; তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হলে তুমি তোমার যাত্রাপথের নাগাল পাবে, আর তখন নিজেই অন্তরে অনুভব করবে কতই না উপযুক্তভাবে বলা হয়েছিল যে, *কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া।*

শ্লোক সিরা ২৪:২৭-২৮; লুক ১:২৭গ দ্রঃ

প্র আমাকে স্মরণ করা-ই মধুর চেয়েও সুমধুর, উত্তরাধিকার রূপে আমাকে পাওয়া-ই মৌচাকের চেয়েও মধুময়।
উ কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া।
প্র আমার স্মৃতি যুগযুগান্তরব্যাপী।
উ কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া।

১৩ই সেপ্টেম্বর

সাধু যোহন খ্রীসোস্তম, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **প্রবাসের পূর্বে উপদেশ ১-৩**

আমার পক্ষে খ্রীষ্টই জীবন, মৃত্যু লাভ

বহু তরঙ্গ ও ভীষণ ঝড় আমাদের সম্মুখীন, আমরা কিন্তু নিমজ্জিত হওয়ার ভয় করি না, কারণ শৈলের উপরেই আমরা স্থাপিত। সমুদ্র গর্জে উঠুক, শৈলকে চূর্ণ করতে পারবে না। তরঙ্গমালা ফুলে উঠুক, যীশুর নৌকা ডোবাতে পারবে না। সুতরাং, আমাদের কী ভয় করা উচিত? মৃত্যুকে? *আমার পক্ষে খ্রীষ্ট জীবন, এবং মৃত্যু লাভ!* তবে কি নির্বাসন ভয় করব? *প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু!* তাহলে কি বাজেয়াপ্তি ভয় করব? *এ জগতে আমরা সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে আসিনি, কিছুও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না!* আমি এজগতের পরাক্রম অবজ্ঞা করি, ও তার যত ঐশ্বর্য আমার হাসির বস্তু। আমি দরিদ্রতা ভয় করি না, ঐশ্বর্যও কামনা করি না; মৃত্যুকে ভয় করি না, জীবনকেও বাসনা করি না—কেবল তোমাদের মঙ্গলের জন্যই জীবন চাই। এজন্যই আমি বর্তমান পরিস্থিতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমাদের বলছি: আশ্বাসভ্রষ্ট হয়ো না।

তুমি কি প্রভুকে একথা বলতে শুনতে পাও না, *যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি?* তবে কি, ভালবাসার বন্ধনে মিলিত হয়ে যেখানে এত অগণিত জনগণ রয়েছে, সেখানে তিনি উপস্থিত হবেন না? আমি কি নিজের বলে ভর করছি? না, কারণ তাঁর পণ আমার আছে, আমার সঙ্গে তাঁর বাণীই রয়েছে: তাঁর বাণীই আমার যষ্টি, আমার নিরাপত্তা, আমার প্রশান্ত বন্দর। সারা জগৎ আলোড়িত হলেও আমার হাতে তাঁর শাস্ত্র আছে, আমি তাঁর বাণী পাঠ করি; সেই বাণীই আমার প্রাচীরবেষ্টনী ও আমার দুর্গ। তাঁর কোন্ বাণী? *আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।*

খ্রীষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, কাকে ভয় করব? সকল সাগরের তরঙ্গ বা রাজাদের রোষ আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেও আমার পক্ষে এ সমস্ত কিছু মাকড়সার জালের চেয়েও নগণ্য। তোমার কথা যদি আমাকে আঁকড়ে না ধরত, আজই অন্য দিকে রওনা হতে মুহূর্ত মাত্র দেরি করতাম না। কেননা আমি নিত্য বলে চলি, প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তুমি যা ইচ্ছা কর আমি তা-ই করব—অমুখ তমুক যা বলে তা নয়। এই তো আমার দুর্গ, আমার অটল শৈল, আমার অবিচল যষ্টি। এটাই যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা, তখন তাই হোক। তিনি যদি ইচ্ছা করেন আমি এখানে থাকব, তাহলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি যেইখানে আমাকে চান না কেন আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাব।

আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরাও আছ; তোমরা যেখানে আছ, সেখানে আমিও আছি: আমরা তো একদেহ, আর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, দেহও মাথা থেকে নয়। দূরে থাকলেও আমি কিন্তু ভালবাসায় সংযুক্ত; এমনকি, মৃত্যু পর্যন্তও আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। দেহের মৃত্যু হবে বটে, তথাপি আত্মা জীবিত থাকবে ও জনগণের কথা স্মরণে রাখবে। তোমরাই তো আমার সহনাগরিক, আমার পিতামাতা,

আমার ভাইবোন, আমার ছেলেমেয়ে, আমার সর্বাঙ্গ, আমার দেহ, আমার আলো, এমন আলো যা দিবালোকের চেয়েও মনোরম। সূর্যের রশ্মি কি আমাকে তোমাদের ভালবাসার চেয়ে আনন্দদায়ী কিছু দিতে পারে? রশ্মি ইহজীবনেই আমার কাছে উপযোগী, কিন্তু তোমাদের ভালবাসা পরজীবনের জন্যই স্বর্গীয় মালা খচিত করে।

শ্লোক ২ তি ২:৯-১০; সাম ২৭:১ দ্রঃ

প্র সুসমাচারের কারণেই আমি দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, এমনকি, একটা অপকর্মার মত এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আছি। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শেকলে আবদ্ধ করা যায় না!

উ এজন্য মনোনীতজনদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি।

প্র প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ: কাকে ভয় করব আমি?

উ এজন্য মনোনীতজনদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি।

১৪ই সেপ্টেম্বর

পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব

পর্ব

প্রথম পাঠ - গা ২:১৯–৩:৭,১৩-১৪; ৬:১৪-১৬

ক্রুশের গৌরব

ভ্রাতৃগণ, আমি, পল, বিধান দ্বারা বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন। এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যর্থ করি না; বাস্তবিক বিধান দ্বারা যদি ধর্মময়তা হয়, তাহলে খ্রীষ্ট বৃথাই মরেছেন।

হে নির্বোধ গালাতীয়েরা, কেইবা তোমাদের যাদু করেছে? অথচ তোমাদেরই চোখের সামনে সেই যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছিল। আমি তোমাদের কাছ থেকে কেবল এই কথা জানতে চাই, তোমরা কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই আত্মাকে পেয়েছ? নাকি যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা? তোমরা কি সত্যিই এমন নির্বোধ যে, আত্মায় আরম্ভ করে এখন শেষ লক্ষ্যের দিকে মাংস দ্বারাই চালিত হতে চাচ্ছ? তাই তোমরা যা যা অভিজ্ঞতা করেছিলে, তা কি সব বৃথা গেল?—অন্তত তা যদি বৃথা যেত! তবে কি, যিনি আত্মাকে তোমাদের মঞ্জুর করেন ও তোমাদের মধ্যে পরাক্রম-কর্ম সাধন করেন, তিনি কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই তা করেন? নাকি তোমরা যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা?

এভাবেই তো আব্রাহাম *ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল।* সুতরাং জেনে রাখ, যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারাই আব্রাহামের সন্তান। খ্রীষ্টই মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, কেননা লেখা আছে, *যাকেই গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত,* যেন আব্রাহামের সেই পাওয়া আশীর্বাদ খ্রীষ্টযীশুতে বিজাতীয়দের কাছে যায়, আর আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পেতে পারি।

আমার বেলায়, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি, যা দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ। কারণ আসলে পরিচ্ছেদনও কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, কিন্তু এক নবসৃষ্টিই সব। আর যারা এই সূত্র অনুসারে চলবে, তাদের সকলের উপরে ও ঈশ্বরের ইস্রায়েলের উপরে শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক।

শ্লোক গা ৬:১৪; হিব্রু ২:৯ দ্রঃ

প্র আমাদের একমাত্র গৌরব হল সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই ক্রুশ, যিনি আমাদের জীবন, পরিত্রাণ ও পুনরুত্থান:

উ তিনিই আমাদের পরিত্রাণ করেছেন ও মুক্ত করেছেন।

℟ যীশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও মহিমার মুকুটে পরিবৃত:
℣ তিনিই আমাদের পরিত্রাণ করেছেন ও মুক্ত করেছেন।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - আকুইলেয়ার বিশপ সাধু ক্রমাতিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৯:৬-৭**

খ্রীষ্টের ক্রুশ আমাদের বিজয়!

খ্রীষ্টের ক্রুশই আমাদের বিজয়, কারণ সেই ক্রুশ আমাদের জন্য জয়লাভ করেছে। নিজেদের অন্তরে খ্রীষ্টের ক্রুশ বহন করতে যোগ্য, আমাদের মধ্যে কারাই বা এমন ভাগ্যবান? তারাই নিজেদের অন্তরে খ্রীষ্টের ক্রুশ বহন করে যারা জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করে ও খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়। প্রেরিতদূতের এবাণী শোন: *আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।* সুতরাং, যারা দৈহিক রিপু থেকে ও জগতের অভিলাষ থেকে মুক্ত, তারাই—প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন—খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ। অপর দিকে, যারা দৈহিক রিপুর ও জগতের হাতে পড়েছে, তারা তো বলতে পারে না, *আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে,* কারণ খ্রীষ্ট যেভাবে জীবনযাপন করলেন তারা সেভাবে জীবনযাপন করে না, বরং জগতের মন ও শয়তানের ইচ্ছা অনুসারেই চলে।

খ্রীষ্টের ক্রুশ হল জগতের পরিত্রাণ ও স্বর্গীয় বিজয়ের গৌরবময় চিহ্ন। প্রাচীনকালে রাজারা যখন ধ্বংসিত জাতির উপরে উজ্জ্বল বিজয় লাভ করছিলেন, তখন তাঁদের বিজয়ের গৌরব-চিহ্ন হিসাবে একটা ক্রুশ উত্তোলন করে তাতে শত্রুদের কাছ থেকে লুটে নেওয়া সম্পদ স্থায়ী জয়-স্মরণিকাস্বরূপ ঝুলিয়ে রাখছিলেন। খ্রীষ্টের ক্রুশ যে বিজয় লাভ করল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার; কেননা সেই রাজাদের বিজয় জাতিগুলোর উচ্ছেদে, নগরগুলোর ধ্বংসে, ও দেশগুলোর লুণ্ঠনেই প্রকাশ পেত; কিন্তু ক্রুশের বিজয় জাতিগুলোর মুক্তিতে, নগরগুলোর পরিত্রাণে, দেশগুলোর নিষ্কৃতিতে, ও সমগ্র জগতের রক্ষায় ব্যক্ত। শয়তানের শক্তি ছাড়া কিছুই ধ্বংসিত নয়, ও অপদূতেরা ছাড়া কেউই বন্দি নয়, বাস্তবিকই খ্রীষ্টের ক্রুশ বিশ্বের মুক্তি সাধন করল ও অপদূতদের বন্দি করে নিল। অপদূতদের কাছ থেকে লুটে নেওয়া সম্পদই তো খ্রীষ্টের বিজয়ী ক্রুশে ঝুলানো। আজ অপদূতেরা খ্রীষ্টের সেই ক্রুশেই ঝুলে রয়েছে যা তাদের পীড়ন ও নির্যাতন স্বরূপ দাঁড়িয়েছে; ক্রুশে বিশ্বাস ও যন্ত্রণাভোগের সেই প্রতীক দ্বারাই তারা বন্দি অবস্থায় আবদ্ধ।

খ্রীষ্ট অমঙ্গল ভোগ করলেন, কিন্তু প্রতিদানে মঙ্গল এনে দিলেন; তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, কিন্তু জীবন দান করলেন। আদমের মৃতদেহ যেখানে সমাহিত হয়েছিল বলে কথিত আছে, খ্রীষ্ট যে সেই স্থানেই ক্রুশবিদ্ধ হলেন, তার কারণ আছেই: আদম যেখানে সমাহিত হয়েছিলেন সেখানে খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হলেন যাতে যেখানে একসময় মৃত্যু ক্রিয়াশীল হয়েছিল, সেখানে জীবন কার্যকর হতে পারে, ফলে জীবন যেন মৃত্যু থেকেই পুনরুত্থিত হতে পারে। মৃত্যু আদমের মধ্য দিয়ে এসেছে, জীবন সেই খ্রীষ্টেরই মধ্য দিয়ে যিনি প্রসন্ন হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হলেন ও মরলেন যেন ক্রুশবৃক্ষ দ্বারা সেই পাপ ধ্বংস করতে পারেন যা এক বৃক্ষ দ্বারা সাধিত হয়েছিল, এবং নিজের মৃত্যু-রহস্য দ্বারা তিনি যেন মৃত্যুর শাস্তি শেষ করে দিতে পারেন।

শ্লোক

℟ হে বন্দনীয় ক্রুশ, তোমাতেই বন্দিদের সেই মুক্তিপণ ঝুলেছেন,
℣ যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!
℟ প্রণাম, ক্রুশ! তুমি সেই খ্রীষ্টের দেহ দ্বারা পবিত্রীকৃত হলে যাঁর অঙ্গ ছিল তোমার ভূষণ,
℣ যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!

বিকল্প **(খ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১০**

ক্রুশই খ্রীষ্টের গৌরব ও উত্তোলিত খ্রীষ্টের চিহ্ন

আমরা আজ সেই পবিত্র ক্রুশ পর্ব উদ্‌যাপন করছি, যা দ্বারা অন্ধকার দূর করা হল ও আলো ফিরে এল। পবিত্র

ক্রুশ পর্ব উদ্‌যাপন করছি বিধায় সেই ক্রুশোত্তোলিতজনের সঙ্গে আমরাও উত্তোলিত ও উন্নীত হচ্ছি, কেননা পাপময় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরাও ঊর্ধ্বে গিয়ে উঠছি। ক্রুশের মহা ঐশ্বর্য এমন যে, যে কেউ তা লাভ করেছে সে সত্যি একটি ধনসম্পদ লাভ করেছে। আর আমি যথার্থভাবেই ক্রুশকে ধনসম্পদ বলি, কারণ সবদিক দিয়ে যত ধনসম্পদের মধ্যে ক্রুশই বাস্তবিকই সবচেয়ে মহামূল্যবান। সেই ক্রুশেই রয়েছে আমাদের পূর্ণ পরিত্রাণ। হ্যাঁ, আদি অবস্থায় ফিরে যাবার জন্য ক্রুশই তো মাধ্যম, ক্রুশই তো পথ।

আসলে, ক্রুশ না থাকলে, সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টও থাকতেন না। ক্রুশ না থাকলে, সেই জীবনও কাষ্ঠে বিদ্ধ হতেন না। সেই জীবনকে যদি কাষ্ঠে বিদ্ধ করা না হত, তাহলে তাঁর পাশ থেকে রক্ত ও জল তথা জগৎকে পবিত্র করে অমরত্বের সেই উৎসধারাও নির্গত হত না। তাহলে আমাদের পাপের জন্য লেখা সেই দণ্ডাদেশও ছিঁড়ে ফেলা হত না, আমরা মুক্তি পেতাম না, জীবনবৃক্ষের ফল আস্বাদ করতাম না, স্বর্গধামও আমাদের জন্য খুলে দেওয়া হত না। ক্রুশ না থাকলে, মৃত্যুও পরাজিত হত না, পাতালও লুণ্ঠিত হত না।

তাই ক্রুশ সত্যি চমৎকার ও অতুলনীয় প্রতিকার, কেননা তার মধ্য দিয়ে বহু উপকার বর্ষিত হল; আর সেই উপকার ততই বহুসংখ্যক, খ্রীষ্টের অলৌকিক কাজগুলো ও যন্ত্রণাভোগেরই ফল যত বহুসংখ্যক। তাছাড়া ক্রুশটি মহামূল্যবান, কারণ একাধারে তা মৃত্যুযন্ত্র ও ঈশ্বরের বিজয়চিহ্ন। ক্রুশটি হল মৃত্যুযন্ত্র, কারণ খ্রীষ্ট স্বেচ্ছায় তার উপর মৃত্যুবরণ করলেন; ক্রুশটি আবার বিজয়চিহ্ন, কারণ তা দ্বারাই শয়তান পরাজিত হল ও শয়তানের সঙ্গে মৃত্যুও পরাজিত হল। অধিকন্তু পাতালের শক্তি নিঃশেষ হল, এর ফলে ক্রুশটি সারা বিশ্বের সার্বজনীন পরিত্রাণ হয়ে উঠল।

ক্রুশ হল খ্রীষ্টের গৌরব ও উত্তোলিত খ্রীষ্টের চিহ্ন। ক্রুশ হল সেই মহামূল্যবান পানপাত্র যা খ্রীষ্টের সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা গ্রহণ করে, ফলে ক্রুশেই তাঁর যন্ত্রণাভোগের পূর্ণ পরিণতি সাধিত। ক্রুশটি যে খ্রীষ্টের গৌরব, এবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য শোন প্রেরিতদূত যোহন কেমন কথা বলেন: *এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরও গৌরবান্বিত হয়েছেন, ও তিনি তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করবেন।*

আবার: *পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর।* আরও: *পিতা, তোমার আপন নাম গৌরবান্বিত কর। তখন স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, তা গৌরবান্বিত করেছি, আবার তা গৌরবান্বিত করব।* এর দ্বারা সেই গৌরবারোপণ চিহ্নিত হয় যা ক্রুশের উপরেই খ্রীষ্ট লাভ করলেন। ক্রুশ যে উত্তোলিত খ্রীষ্টের চিহ্নও, এর জন্য সেই বাণী শোন যা তিনি নিজেই বলেন: *আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।* তাই দেখতে পেয়েছ যে, ক্রুশ সত্যি খ্রীষ্টের গৌরব ও উত্তোলিত খ্রীষ্টের চিহ্ন।

শ্লোক

℟ হে বন্দনীয় ক্রুশ, তোমাতেই বন্দিদের সেই মুক্তিপণ ঝুলেছেন,
℣ যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!
℟ প্রণাম, ক্রুশ! তুমি সেই খ্রীষ্টের দেহ দ্বারা পবিত্রীকৃত হলে যাঁর অঙ্গ ছিল তোমার ভূষণ,
℣ যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!

বিকল্প (গ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - দ্বিতীয় পাঠ - ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১১

পরমেশ্বর আদি থেকেই আমার রাজা,
তিনি পৃথিবীর বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ

সেই ক্রুশ যা কিছুকাল পূর্বে হিংসার দরুন লুক্কায়িত রয়েছিল, এবার পৃথিবীর বুক থেকে বের করা হয়েছে ও মহিমান্বিত হয়েছে। ক্রুশ যে অতিরিক্ত গৌরব লাভের উদ্দেশ্যেই মহিমান্বিত এমন নয় (যখন খ্রীষ্ট তার উপরেই বিদ্ধ হয়েছেন, তখন এর চেয়ে মহা গৌরব কী থাকতে পারে?), কিন্তু এ উদ্দেশ্যেই মহিমান্বিত, যাতে ক্রুশে বিদ্ধ

হয়ে যিনি পূজিত ও ক্রুশ দ্বারা যিনি প্রচারিত, সেই ঈশ্বরই যেন গৌরবান্বিত হন।

তাই সঙ্গতভাবেই কনে-মণ্ডলী প্রভুর ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে রাজসজ্জায় পরিবৃতা হয়ে আপন শ্রীমুখ সারা বিশ্বের উপর উজ্জ্বল করে তুলে এ জ্যোতির্ময় পর্বদিন আনন্দ ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদ্‌যাপন করে। আবার সঙ্গতভাবেই আজ এ অপরিসীম লোকের ভিড় এখানে সমবেত হয়েছে প্রদর্শিত ক্রুশের দর্শন পাবার জন্য ও ক্রুশের উপরে উন্নীত খ্রীষ্টকে পূজা করার জন্য।

হ্যাঁ, মহিমান্বিত হবার জন্যই আজ ক্রুশ প্রদর্শিত হচ্ছে, ও প্রদর্শিত হবার জন্যই আজ ক্রুশ মহিমান্বিত। কোন্ ক্রুশ? ঠিক সেই ক্রুশ যা কিছুকাল আগ পর্যন্ত কালভারির উপরে লুক্কায়িত ছিল ও এখন সর্বস্থানে পূজিত। আজ আমরা তার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করছি; তার জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি: এ-ই আজকের উৎসবের ভিত, এ-ই ক্রুশ-রহস্যের ঘোষণা। কেননা এ সত্যিই আবশ্যক ছিল যে, লুক্কায়িত ও জীবনদায়ী সেই ক্রুশবৃক্ষ প্রকাশিত হবে, ও *পর্বতের উপরে স্থিত এক নগরের মত* বা *দীপাধারে উত্তোলিত প্রদীপের* মত ক্রুশ সারা বিশ্বের কাছে প্রদর্শিত হবে।

এবার এসো, আমরা যারা খ্রীষ্টকে পূজা করি, ক্রুশের পরাক্রম কেমন মহান ও ঐশসঙ্কল্প ক্রমে তা দ্বারা কেমন অসংখ্য অলৌকিক কাজ সাধিত হয়েছে তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি, কেননা পুণ্যবান রাজা দাউদও বলেছেন: *পরমেশ্বর আদি থেকেই আমার রাজা, তিনি পৃথিবীর বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ।* কেননা ক্রুশ দ্বারা যেন এক জাল দ্বারাই সর্বজাতিকে ধরা হয়েছে, ও ক্রুশ সর্বস্থানে বিস্তার লাভ করেছে। লাঙলের মত ক্রুশ ব্যবহার করে খ্রীষ্টের শিষ্যেরা অনুর্বর মানবজাতিকে চাষ করলেন, ও মণ্ডলীর মাঠ এতই উর্বর করলেন যে, খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত এই বিরাট ফসল সংগ্রহ করলেন। ক্রুশ দ্বারা সুস্থির হয়ে সাক্ষ্যমরেরা নিহত অবস্থায় পতিত হয়েও নিজেদের নির্যাতনকারীদের আঘাতগ্রস্ত করলেন। ক্রুশ দ্বারাই খ্রীষ্ট পরিচিত হলেন, ও মণ্ডলী পবিত্র শাস্ত্র ধ্যানে সর্বদা রতা হয়ে স্বয়ং ঈশ্বর ও অনন্য প্রভু সেই ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্টযীশুকে উপস্থাপন করে যিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন: *কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।* আমরা যারা ক্রুশের আলোতে চলি, তার সঙ্গে গৌরবান্বিত হব, ঈশ্বরের সঙ্গে রাজত্ব করব, ও স্বর্গদূতদের সঙ্গে নেচে নেচে সেই ত্রিত্বের গুণকীর্তন করব, যে ত্রিত্ব পিতাতে ও পুত্রে ও পবিত্র আত্মায় এখন ও যুগে যুগে চিরকাল ধরে পূজিত। আমেন।

শ্লোক

প্র হে বন্দনীয় ক্রুশ, তোমাতেই বন্দিদের সেই মুক্তিপণ ঝুলেছেন,
উ যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!
প্র প্রণাম, ক্রুশ! তুমি সেই খ্রীষ্টের দেহ দ্বারা পবিত্রীকৃত হলে যাঁর অঙ্গ ছিল তোমার ভূষণ,
উ যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!

১৫ই সেপ্টেম্বর

শোকার্ত জননী মারীয়া

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১৪-১৫**

যীশুর মাতা ক্রুশের ধারে ছিলেন

ধন্যা কুমারীর সাক্ষ্যমরণ সিমেয়োনের ভবিষ্যদ্বাণীতে ও প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কাহিনীতে স্মরণ করা হয়। শিশু যীশুর বিষয়ে সেই প্রাচীন সাধু ব্যক্তি বলেন: *এই যে শিশু, এ হবে অস্বীকৃত এক চিহ্ন;* তারপর মারীয়াকে উদ্দেশ করে বলে চলেন: *এবং এক খড়্গ তোমার প্রাণ ভেদ করবে।*

হে আমাদের ধন্যা মাতা, সত্যি এক খড়্গ তোমার প্রাণ ভেদ করল! আসলে, মায়ের প্রাণ ভেদ না করলে সেই খড়্গ পুত্রের মাংসের নাগাল পেতে পারত না। অবশ্য তোমার যীশু—তিনি তো সকলেরই বটে, কিন্তু বিশেষভাবে

তিনি তোমারই—তোমার সেই যীশু প্রাণ ত্যাগ করলে পর সেই নির্মম বর্শা তাঁর প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে তাঁর মৃত্যুকে পর্যন্তও সম্মান না জানিয়ে সেই বর্শা যখন তাঁর বুক খুলে দিল, তখন সেই বর্শা তোমার পুত্রকে আর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তোমার কিন্তু পারল ক্ষতি করতে! সেই বর্শা তোমারই প্রাণ ভেদ করল। তাঁর প্রাণ তখন তাঁর দেহে আর ছিল না, কিন্তু তোমার প্রাণ সেই মৃতদেহ থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন হতে পারছিল না। তাই দুঃখের শক্তি তোমারই প্রাণ ভেদ করল, ফলে যথার্থভাবেই আমরা তোমাকে সাক্ষ্যমর উপাধিতে ছাড়া অধিকতর সম্মানসূচক উপাধিতেও সম্মানিত করতে পারি, কেননা পুত্রের যন্ত্রণাভোগে তোমার এমন সহভাগিতাই হল, যা সাক্ষ্যমরণের শারীরিক যন্ত্রণার চেয়েও গভীরতর ও তীব্রতর।

যে বাণী সত্যি তোমার প্রাণ ভেদ ক'রে প্রাণ থেকে আত্মাকে ছিন্ন করল, সেই বাণী তোমার পক্ষে কি একটা খড়্গের চেয়েও অধিক তীক্ষ্ণ হল না? তোমাকে বলা হয়েছিল: *নারী, ওই দেখ, তোমার ছেলে।* আহা, কী বিনিময়! যীশুর স্থানে যোহনকে, প্রভুর স্থানে দাসকে, গুরুর স্থানে শিষ্যকে, ঈশ্বরপুত্রের স্থানে জেবেদের পুত্রকে, প্রকৃত ঈশ্বরের স্থানে সাধারণ একটা মানুষকে তোমাকে দেওয়া হল। সেই বাণীর স্মৃতি যখন আমাদের পাথর ও লোহার মত কঠিন হৃদয়ও ভাঙতে পারে, তখন সেই বাণী কেমন করে তোমার স্নিগ্ধ প্রাণ ভেদ না করে পারল না?

ভ্রাতৃগণ, যখন বলা হয় মারীয়া আত্মায় সাক্ষ্যমর হলেন, তখন তোমরা বিস্মিত হয়ো না। সে-ই বরং বিস্মিত হোক, যে পলের সেই বাণী ভুলে গেছে যা অনুসারে স্নেহের অভাবই হল বিধর্মীদের সবচেয়ে বড় অপরাধের মধ্যে অন্যতম। তেমন অপরাধ মারীয়ার হৃদয় থেকে বেশ দূরে থাকল, তাঁর বিনম্র ভক্তবৃন্দের হৃদয় থেকেও দূরে থাকুক।

হয় তো কেউ আপত্তি উত্থাপন করতে পারে: ধন্যা মারীয়া আগে থেকে কি জানতেন না যে, যীশুর মৃত্যু হবে? নিশ্চয়ই জানতেন। সেই ক্রুশবিদ্ধজন শীঘ্রই পুনরুত্থান করবেন, তাঁর কি এ প্রত্যাশা ছিল? হ্যাঁ, দৃঢ়ই প্রত্যাশা ছিল। তাহলে এ সমস্ত জানা সত্ত্বেও তিনি কি ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে দেখে দুঃখ পেলেন? নিশ্চয়ই, আর তাঁর দুঃখ ছিল অপরিসীম। অপর দিকে, ভাই, তুমি কে? আর তোমার বুদ্ধি বা কি ধরনের যে, তুমি মারীয়ার পুত্রেরই দুঃখের চেয়ে পুত্রের সঙ্গে মাতারই দুঃখ-সহভাগিতায় এত বিস্মিত হও? পুত্র যখন দেহেও মরতে পারলেন, তখন মাতা কি হৃদয়ে তাঁর সঙ্গে মরতে পারেননি? প্রেম এ সমস্ত কিছু সাধন করল, আর মারীয়ার এ প্রেমের চেয়ে গভীরতর প্রেম কারও হৃদয়ে কখনও স্থান পায়নি। হ্যাঁ, এমন প্রেম এ সমস্ত কিছু সাধন করল, সেই মাতার পরে যার সঙ্গে অন্য কোন প্রেম তুলনা করা যায় না।

শ্লোক লুক ২৩:৩৩; যোহন ১৯:২৫; লুক ২:৩৫ দ্রঃ

℟ খুলিতলা বলে অভিহিত স্থানে এসে পৌঁছে তারা সেখানে যীশুকে ক্রুশে দিল।
℣ যীশুর ক্রুশের ধারে দাঁড়িয়ে যীশুর মা ছিলেন।
℟ দুঃখ-খড়্গের আঘাতে তাঁর প্রাণ বিদীর্ণ হল।
℣ যীশুর ক্রুশের ধারে দাঁড়িয়ে যীশুর মা ছিলেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর

পোপ কর্নেলিউস ও বিশপ সিপ্রিয়ান

স্মরণ

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ানের পত্রাবলি **পত্র ৬০:১-২,৫**

তৈরী ও অবিচল বিশ্বাস

প্রিয়তম ভাই, আমরা আপনার বিশ্বাস ও আপনার দৃঢ়তার গৌরবময় সাক্ষ্যদানের কথা অবগত হয়েছি; এবং আপনার সাক্ষ্যদানের মর্যাদা এমন আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছি যে, আমরা নিজেরাও আপনার পুণ্যফল ও প্রশংসার অংশী ও সহভাগী বলে নিজেদের পরিগণিত করছি। কেননা আমাদের মণ্ডলী যখন এক, আমাদের মনও এক ও আমাদের একাত্মতাও অবিচ্ছেদ্য, তখন অন্য যাজকের প্রশংসাবাদে কোন্ যাজক তাঁর গৌরব নিজেরই

গৌরব বলে মনে করবেন না? কিংবা ভাইয়ের আনন্দে কোন্ ভাই একই আনন্দে আনন্দ করবেন না?

আপনাদের মহাকীর্তি ও দৃঢ়তার সংবাদ যখন এখানে এসে পৌঁছেছে, তখন যে কেমন আনন্দ, যে কেমন উল্লাস জেগে উঠল তা বর্ণনার অতীত: বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে আপনিই ভাইদের নেতা হলেন, আর নেতার বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে ভাইদের বিশ্বাস-স্বীকৃতি অধিক সুস্থির হল। তাতে গৌরবের দিকে অগ্রসর হতে হতে আপনি আরও অনেককেও গৌরবের সহভাগী করেছেন, ও প্রথম হয়ে ও সকলের হয়ে বিশ্বাস স্বীকার করতে তৈরী হওয়ায় জনগণকেও বিশ্বাস স্বীকার করতে উদ্দীপিত করেছেন। ফলে, আপনার তৎপর ও অবিচল বিশ্বাস কিবা ভাইদের অবিচ্ছেদ্য ভালবাসা এ দু'টোর মধ্যে কোন্টাই আমাদের বেশি প্রশংসা করতে হবে তা বলা কঠিন। বাস্তবিকই নেতা হিসাবে বিশপের গোটা শক্তি প্রকাশ্যেই ব্যক্ত হয়েছে, একইসঙ্গে অনুগামী ভাইদের বিশ্বস্ততাও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একপ্রাণ ও এককণ্ঠ হয়ে গোটা রোম মণ্ডলীর সাক্ষ্যদান আপনাদের সকলের মধ্যে মূর্ত হয়েছে।

প্রিয়তম ভাই, ধন্য প্রেরিতদূত আপনাদের মাঝে যে বিশ্বাস প্রচার করেছিলেন, তা গৌরবময় প্রভায় উদ্ভাসিত হয়েছে। সেকাল থেকেও তিনি আত্মায় আপনাদের দৃঢ়তা ও সাহসের প্রশংসার পূর্বদর্শন করছিলেন, ও আপনাদের ভাবী মহাকীর্তির কথা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করে তিনি পিতামাতাদের প্রশংসা করতে করতে সন্তানদের এই আপনাদের উদ্দীপিত করছিলেন। আপনাদের তেমন একাত্মতা ও মনোবল দ্বারা আপনারা সকল ভাইদের কাছে একাত্মতা ও মনোবলের মহা আদর্শ রেখে গেছেন।

প্রিয়তম ভাই, প্রভু নিজেই আমাদের চেতনা দিচ্ছেন যে, পরীক্ষার দিন সন্নিকট: তাই আপন মঙ্গলময়তায় ও আমাদের পরিত্রাণের চিন্তায় তিনি যখন প্রায়-সম্মুখীন সংগ্রামের লক্ষ্যে আমাদের উপযোগী সুমন্ত্রণা দিচ্ছেন, তখন যে ভালবাসার বন্ধনে আমরা পরস্পর আবদ্ধ সেই ভালবাসার খাতিরে, আসুন, সমস্ত জনগণের সঙ্গে উপবাস, নিশিজাগরণ ও প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হয়ে একে অপরকে সাহায্য করি। কেননা এগুলোই সেই স্বর্গীয় অস্ত্র যা আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াতে ও নিষ্ঠাবান হতে সক্ষম করে তোলে; এগুলোই সেই আধ্যাত্মিক রণসজ্জা ও দিব্য তীর যা আমাদের রক্ষা করে।

আসুন, একমন একাত্মা হয়ে পরস্পরকে স্মরণ করি, সর্বস্থানেই একে অপরের জন্য প্রার্থনা করি, ও পারস্পরিক ভালবাসার মাধ্যমে সমস্ত সঙ্কটের চাপ লঘুভার করি।

শ্লোক

প্র আমরা বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে করতে ঈশ্বর আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন, এবং খ্রীষ্ট ও তাঁর স্বর্গদূত পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন:

উ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রীষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

প্র এসো, শক্তি সঞ্চয় করি, শুদ্ধ হৃদয়ে, বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে, সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের সঙ্গেই সংগ্রামের জন্য তৈরী হই।

উ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রীষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

বিকল্প **(জোড় বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ানের সাক্ষ্যমরণ বিষয়ে রোম সাম্রাজ্যের প্রদেশীয় দলিলপত্র দলিলপত্র ৩-৬

তেমন ন্যায্য ব্যাপারে ভাবতেও নেই!

১৪ই সেপ্টেম্বর সকালবেলায় বহুলোকের ভিড় প্রদেশপাল গালেরিউস মাক্সিমুসের আদেশমত সেস্তিতে সমবেত হয়েছিল। ফলে গালেরিউস মাক্সিমুস নিজেই হুকুম দিলেন, সেই একই দিনে তিনি সাউচুলুস মণ্ডপে যে বিচারালয়ে আসন নেবেন সেখানে সিপ্রিয়ানকে আনা হোক। তাঁকে আনা হলে প্রদেশপাল গালেরিউস মাক্সিমুস

বিশপ সিপ্রিয়ানকে বললেন: 'তুমি কি থাসিউস সিপ্রিয়ান?' বিশপ সিপ্রিয়ান উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি সে।'

প্রদেশপাল গালেরিউস মাক্সিমুস জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমিই সেই ব্যক্তি যে ধর্মবিরুদ্ধ এক উপমণ্ডলীর প্রধান বলে আত্মসমর্পণ করেছ?' বিশপ সিপ্রিয়ান বললেন, 'আমি সে।'

গালেরিউস মাক্সিমুস বললেন: 'পুণ্যতম সম্রাটদ্বয় তোমাকে বলি উৎসর্গ করতে আদেশ করছেন।' বিশপ সিপ্রিয়ান বললেন: 'তা আমি করব না।' প্রদেশপাল গালেরিউস মাক্সিমুস বললেন: 'ব্যাপারটা ভালভাবেই ভাব।' বিশপ সিপ্রিয়ান বললেন: 'আপনাকে যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা করুন। তেমন ন্যায্য ব্যাপারে ভাবতে নেই।'

ম্যাজিস্ট্রেট সভার সঙ্গে আলোচনা করলে পর গালেরিউস মাক্সিমুস যথেষ্ট অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ রায় জারি করলেন: 'তুমি দীর্ঘদিন ধরে ধর্মবিরুদ্ধ জীবন যাপন করেছ, তোমার জঘন্য উপমণ্ডলীর অনেককেই নিজের সঙ্গে সংগ্রহ করেছ, ও রোমীয় দেব-দেবী ও তাদের পুণ্য উপাসনার বৈরী বলে আত্মসমর্পণ করেছ। ধর্মপ্রাণ ও পুণ্যতম সম্রাট মহোদয় ভালেরিয়ানুস ও গাল্লিয়েনুস, ও উৎকৃষ্ট সীজার ভালেরিয়ানুস তাঁদের ধর্মীয় উপাসনা পালনে তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। সুতরাং, যেহেতু তুমি জঘন্যতম অপরাধের সাধক ও প্রণেতা, সেজন্য তোমার দুর্দন্ত কুকর্মের সহযোগীদের কাছে তুমি নিজেই আদর্শস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তোমার রক্তই বিধানের সমর্থন ঘোষণা করবে।' এবং একথা বলে তিনি উচ্চকণ্ঠে ফলক থেকে বিধিটা পাঠ করলেন: 'আমার আদেশ ক্রমে থাসিউস সিপ্রিয়ান শিরশ্ছেদ-দণ্ডে দণ্ডিত হোক।' বিশপ সিপ্রিয়ান বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

এ দণ্ডাদেশের পর ভাইদের ভিড় বলতে লাগল: 'তাঁর সঙ্গে আমাদেরও শিরশ্ছেদ হোক!' ফলে ভাইদের মধ্যে মহা কোলাহল দেখা দিল, আর বহু লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করল। তাতে সিপ্রিয়ানকে সেস্তি মাঠে নিয়ে যাওয়া হল; জায়গাটায় পৌঁছলেই তিনি চাদর ও টুপি খুলে দিলেন, ও মাটির উপর হাঁটুপাত করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তারপর বিশপ-সজ্জা খুলে তা পরিসেবকদের হাতে দিলেন; তাতে কেবল সুতীর পোশাকে পরিবৃত হয়ে ঘাতকের অপেক্ষায় রইলেন।

ঘাতক এলে বিশপ তাকে পঁচিশটা সোনার মুদ্রা দিতে আপনজনদের আদেশ করলেন; ইতিমধ্যে ভাইয়েরা তাঁর সামনে কাপড় ও রুমাল পেতে দিচ্ছিল। এসময়ে মহাত্মা সিপ্রিয়ান স্বহস্তেই নিজের চোখ কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতে লাগলেন, কিন্তু কাপড়ের দু'মাথা বাঁধতে না পারায় পুরোহিত জুলিয়েন ও উপপরিসেবক জুলিয়েন তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

এভাবে বিশপ সিপ্রিয়ান সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন, ও বিধর্মীদের কৌতূহল বশত তাঁর মৃতদেহ নিকটবর্তী স্থানে রাখা হল, যেন তা বিধর্মীদের অসম্মানসূচক দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে। তারপর, রাত্রিবেলায় জ্বলন্ত মশাল ও বাতির সঙ্গে প্রদেশপাল মাক্রবিউস কান্দিদিয়ানুসের সেই কবরস্থানে আনা হল যা পুকুরের কাছাকাছি স্থানে তাঁবু সরণিতে অবস্থিত। অল্পদিন পর প্রদেশপাল গালেরিউস মাক্সিমুসের মৃত্যু হয়। পরমধন্য সিপ্রিয়ান ১৪ই সেপ্টেম্বর ভালেরিয়ানুস ও গাল্লিয়েনুস সম্রাটদ্বয়ের আমলে, কিন্তু আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টেরই রাজত্বকালে সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন যাঁর সম্মান ও গৌরব সঙ্কীর্তিত চিরকাল। আমেন।

শ্লোক

℟ আমরা বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে করতে ঈশ্বর আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন, এবং খ্রীষ্ট ও তাঁর স্বর্গদূত পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন:

℣ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রীষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

℟ এসো, শক্তি সঞ্চয় করি, শুদ্ধ হৃদয়ে, বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে, সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের সঙ্গেই সংগ্রামের জন্য তৈরী হই।

℣ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রীষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

১৭ই সেপ্টেম্বর

সাধ্বী ইল্ডেগার্ড, চিরকুমারী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী মেখ্‌তিল্ডা-লিখিত 'আধ্যাত্মিক জীবন'

গুপ্ত আধ্যাত্মিক জীবন

আত্মার মধ্যে গুপ্ত অবস্থায় এমন অতল রয়েছে যা অতলের উদাত্ত ও দুর্জ্ঞেয় কণ্ঠে ঐশ্বরিক অতল ডাকে, ঠিক যেন এই ঐশ্বরিক অতল মনের কাছে এক নিমেষেই দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র তার কাছ থেকে উপনীত হয় এমন দ্রুত দৌড়ে, যা শিকারীর চেয়েও দ্রুত—কিন্তু মন কালের সীমায় সেই ঐশ্বরিক অতলের নাগাল পেতে অক্ষম।

তার নাগাল না পেলেও তবু, কমপক্ষে, এ উচ্চতম, অত্যন্ত উপযোগী ও উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় যথা, তার সকল কথা, চিন্তা, বাসনা, প্রেম, এমনকি গোটা আত্মাই সেই ঐশ্বরিক অতলের মধ্যে আকর্ষিত হয় যাতে চেতনা-শক্তি তার সাধ্যমতও সেই অতল থেকে তাকে আর বের করতে না পারে। এগুলোই তো প্রভুর টেবিল থেকে পড়া খাদ্যের টুকরোগুলো।

আর চেতনা-শক্তির কাছে এসব বিষয় যতই উচ্চতর পর্যায়ের ও দুর্জ্ঞেয় হোক না কেন, তবু সে যখন ঐশপ্রেমের কাছ থেকে নিজের জন্য তেমন উপহার পেয়েছে, তখন প্রেমের খাতিরে তা ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে তা রক্ষা করার জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় নেই; তাতে উপহারটা সেই ঐশ্বরিক অতলের মধ্যে নিমজ্জিত হয় যেখানে সবকিছু চিরকালের মত নিরাপদেই সংরক্ষিত।

সেই যে দৈনিক খাদ্য আন্তরিক ও বাহ্যিক মানুষের পক্ষে ইহজীবনে আবশ্যক রক্ষণের বস্তু, তা হল ঈশ্বরের আদেশ জানা ও তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি—ঈশ্বরের, আমাদের, ও প্রতিবেশীর উদ্দেশে। অবস্থা-পরিস্থিতি অনুযায়ী এক্ষেত্রে নানা উপায় বা আকর্ষণ রয়েছে: খ্রীষ্টদেহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের প্রতি আকর্ষণ, নির্জন জীবনের প্রতি আকর্ষণ, আবৃত সত্য জানার জন্য আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক ধ্যানের প্রতি আকর্ষণ; আবার, ঈশ্বরের সর্বোত্তম সত্য সংক্রান্ত প্রার্থনা, দিব্য শ্রবণ, দিব্য দর্শন, ঐশ মাধুর্য, বাহ্যিক কর্ম, ঈশ্বরের বন্ধুদের মধ্যে প্রেমপূর্ণ ও অর্বণনীয় আধ্যাত্মিক সংলাপ—এসমস্তের প্রতি আকর্ষণ।

এ পর্যায় থেকে নতুন যা কিছুর উৎপত্তি ঘটে, অপরের সঙ্গেই তার সহভাগিতা করা উচিত, সবচেয়ে মূল্যবান যা আছে, তা যেন প্রতিদান স্বরূপ সেই অতলের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে নিক্ষিপ্ত ও নিবেদিত হয়, যাতে করে আমরা ভাইয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের সেই আদেশই খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, যা খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত সেই দিব্য প্রজ্ঞার সঙ্গে সংযুক্ত ও মিলিত।

তেমন অবস্থা কিন্তু কেবল সেই ইচ্ছাকৃত ভাবে পালিত দরিদ্রতা ও সিদ্ধ জীবনেরই বৈশিষ্ট্য, যা ঈশ্বরের বন্ধুরাই সাধন করতে পারে; অপর দিকে, অন্যভাবেই যা কিছুর উৎপত্তি হয়, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অসন্তোষজনক হওয়ায় তা বেশিক্ষণ বাঁচবে না, ও বিবিধ অপরাধের কারণে তার বিলোপ ঘটবেই, কিংবা মন ও আত্মার এমন উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতায় পতিত হবে যা সবচেয়ে বিপজ্জনক পতন, কিংবা পতিতদের পুনরায় সংসারের দিকে ফিরিয়ে দেবে।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৩:১৪,১৫; মথি ৫:৮

℟ তাঁর বিশ্বস্ততার জন্য তিনি বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হবেন, প্রভুর মন্দিরে তাঁর থাকবে অধিক আকাঙ্ক্ষণীয় অংশের অধিকার;

℣ কেননা সৎকর্মের ফল গৌরবময়!

℟ শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে;

℣ কেননা সৎকর্মের ফল গৌরবময়!

একই দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর

সাধু রবার্ট বেলার্মিন, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু রবার্ট বেলার্মিন-লিখিত 'ঈশ্বরের কাছে মন উন্নীত করা'

তোমার আদেশমালার দিকে নত কর আমার হৃদয়

প্রভু, তুমি মঙ্গলময়, তুমি ক্ষমাশীল, যারা তোমাকে ডাকে, তাদের প্রতি তোমার কৃপা মহান; তোমার পিতৃসুলভ প্রভুত্বের কোমলতার বিন্দুমাত্র স্বাদ পেয়েও কেইবা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবা না করবে? প্রভু, তোমার দাসদের তুমি কি আদেশ কর? *আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও।* কিন্তু তোমার জোয়াল কেমন? *আমার জোয়াল কোমল ও আমার বোঝা লঘুভার।* এমন জোয়াল যা আবদ্ধ করে না কিন্তু স্বস্তি দেয়, ও এমন বোঝা যা চাপ দেয় না কিন্তু আরাম দেয়, কেইবা স্বচ্ছন্দেই তা গ্রহণ করবে না? এজন্য তুমি সঙ্গতভাবেই বলে চলেছ, *তবেই তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।* শ্রান্ত করে না কিন্তু বিশ্রামই দেয় এমন জোয়াল কোন্‌টা? এতে নিশ্চিত আছি: তা হল তোমার সেই প্রধান ও মহান আদেশ: *তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।* মঙ্গলময়তা, সৌন্দর্য ও প্রেমকে ভালবাসার চেয়ে সহজ, মধুর ও কোমল কী থাকতে পারে? আর তুমিই, প্রভু ঈশ্বর আমার, তুমি নিজেই এ সমস্ত কিছু।

আর তোমার বিধিনিয়ম *সোনার চেয়ে, অজস্র খাঁটি সোনার চেয়েও মূল্যবান,* ও *মধুর চেয়ে, মৌচাকের ঝরে পড়া মধুর চেয়েও সুমধুর* হলেও যারা তা পালন করে, তাদের কাছে তুমি তো একটি পুরস্কার পর্যন্তও দেবে বলে প্রতিশ্রুত হও। হ্যাঁ, তুমি তো একটা পুরস্কার, এমনকি এক মহাপুরস্কারই দেবে বলে প্রতিশ্রুত হও, যেমন তোমার প্রেরিতদূত যাকোব বলেন: *সে সেই জীবনমুকুট লাভ করবে, যা ঈশ্বর তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে।* আর সেই জীবনমুকুট কী? এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, জীবনমুকুট হল সেই সবচেয়ে মহামঙ্গল যা আমরা কল্পনা বা বাসনাও করতে পারি না, যেমনটি ইসাইয়ার কথামত সাধু পল বলেন: *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।* হ্যাঁ, তোমার আদেশ পালনের পুরস্কার সত্যিই মহান। যে মানুষ বাধ্যতা দেখায়, সেই প্রথম ও প্রধান আদেশ তার জন্য যতখানি উপকারে আসে, তার তুলনায়, আদেশ যিনি দিয়েছেন, সেই ঈশ্বরের জন্য তা ততখানি উপকারে আসে না; কিন্তু ঈশ্বরের বাকি সকল আদেশ পালনের ফলে বাধ্য মানুষ শুদ্ধ, উন্নীত, উদ্বুদ্ধ, আলোকিত হয়, আর শেষে উত্তম ও ধন্য হয়ে ওঠে।

সুতরাং, তোমার চেতনা থাকলে, একথা বুঝে নাও যে, তুমি ঈশ্বরের গৌরবের উদ্দেশে ও তোমার নিজের শাশ্বত পরিত্রাণের উদ্দেশেই সৃষ্ট হয়েছ। এ তোমার লক্ষ্য, এ তোমার আত্মার কেন্দ্র, এ তোমার হৃদয়ের সম্পদ। তেমন লক্ষ্যে পৌঁছলে তুমি সুখী হবে, তা থেকে দূরে গেলে দুঃখী হবে।

অতএব, যা কিছু তোমার লক্ষ্যের দিকে তোমাকে চালিত করে, তা প্রকৃত মঙ্গল বলে বিবেচনা কর; আর যা কিছু তোমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, তা অমঙ্গল বলে জ্ঞান কর। অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র, সুস্থতা ও অসুস্থতা, সম্মান ও অপমান, জীবন ও মৃত্যু—প্রজ্ঞাবান মানুষ এ সমস্তের অন্বেষণও করবে না, তা এড়াবেও না; কিন্তু এ সমস্ত কেবল তখনই উত্তম ও বাঞ্ছনীয়, যখন ঈশ্বরের গৌরবের ও তোমার শাশ্বত সুখের উপযোগী। কিন্তু যখন বাধা দেয়, তখন তা এড়ানো দরকার।

শ্লোক মা ২:৭; তীত ১:৭,৯ দ্রঃ

℣ যাজকের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করবে; তাঁর মুখ থেকে সকলেই ধর্মশিক্ষার প্রত্যাশায় আছে,

℟ কেননা তিনি সর্বশক্তিমানের বাণীদূত।

℣ ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ ব'লে ধর্মাধ্যক্ষের উচিত উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দেওয়া;

℟ কেননা তিনি সর্বশক্তিমানের বাণীদূত।

১৯শে সেপ্টেম্বর

সাধু জানুয়ারিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩৪০:১**

তোমাদের জন্য আমি বিশপ,
তোমাদের সঙ্গে আমি খ্রীষ্টভক্ত

যেসময়ে এ বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—যা বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে এমন কৈফিয়ত দিতে হবে যা তত সহজ নয়!—সেসময় থেকে আমি আমার পদমর্যাদার চিন্তায় অধিক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। এ ভূমিকা পালনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, পরের পরিত্রাণের চেয়ে নিজেরই সম্মানে প্রীত হওয়া—এ বড় বিপদ বটে। তথাপি, তোমাদের জন্য আমি কী, এক দিকে যদি এ চিন্তা আমাকে সন্ত্রাসিত করে, অন্য দিকে, তোমাদের সঙ্গে আমি কী, এ চিন্তা আমাকে সান্ত্বনা দেয়। কেননা তোমাদের জন্য আমি বিশপ, তোমাদের সঙ্গে আমি খ্রীষ্টভক্ত। প্রথম নাম আমার গ্রহণ করা ভূমিকা নির্দেশ করে, দ্বিতীয় নাম অনুগ্রহের কথা ইঙ্গিত করে। প্রথম নাম বিপদের, দ্বিতীয় নাম পরিত্রাণের ব্যাপার।

সত্যিই মনে হচ্ছে, আমরা কেমন যেন ঝড়তুফানে আলোড়িত হয়ে বিপুল সাগরেই রয়েছি, আর এর কারণ হচ্ছে সেই পালকীয় দায়িত্ব যা আমাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তবু আমরা যে কেমন রক্তমূল্যে মুক্তি পেয়েছি তা স্মরণ করে সান্ত্বনা পাই ও যেন নিরাপদ বন্দরেই প্রবেশ করি। প্রৈরিতিক কাজে পরিশ্রম করতে করতে এ নিশ্চয়তায়ই সান্ত্বনা পাই যে, তেমন পরিশ্রম সার্বিক কল্যাণ সাধন করে।

আমি যে তোমাদের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়েছি, তা নয়, বরং এর চেয়ে আমি যে তোমাদের সঙ্গেই মুক্তিলাভ করেছি, এ চিন্তায়ই আমি অধিক সান্ত্বনা পাই। সুতরাং প্রভুর আদেশ পালন করে আমি তোমাদের সেবায় অধিকতর ব্যস্ত থাকতে সচেষ্ট থাকব, যে মুক্তিমূল্য আমাকে তোমাদের ভাই করেছে, তার প্রতি যেন অকৃতজ্ঞতা না দেখাই। হ্যাঁ, আমার উচিত মুক্তিসাধককে ভালবাসা, আর আমি তো জানি পিতরকে তিনি কী বলেছিলেন: *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলোকে পালন কর।* তিনি তিন তিনবারই একথা বলেছিলেন। আগে ভালবাসা দাবি করা হয়েছিল, পরেই দায়িত্ব এসেছিল, কেননা যেখানে অধিক ভালবাসা রয়েছে, সেখানে শ্রমের ভার লঘুতর। *প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব?* আমি যদি বলি, তাঁর মেষগুলোকে চরানোর সেবাকর্ম প্রভুকে নিবেদন করি, সত্যকথা বলি; আমি তো বাস্তবিকই তা করি—*আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে।*

তবে সবদিক দিয়ে তিনি যখন আমার আগে আগে উপস্থিত, তখন কেমন করে বিশ্বাস করব আমি প্রতিদানে তাঁকে কিছু দান করছি? আমরা যখন পালকে নিঃস্বার্থে ভালবাসি ও বিনামূল্যে পালন করি, তখন কেমন করে পুরস্কার দাবি করতে পারব? নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও বিনামূল্যে সেবা, মজুরির সঙ্গে এ দু'টো কি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবিহীন নয়? অথচ সম্পর্কযুক্ত। কেননা যাঁকে নিঃস্বার্থভাবে প্রেম করা হয়, তাঁর কাছে পুরস্কার দাবি করা সম্ভব হবে না, যদি না যাঁকে প্রেম করা হয় তিনি নিজেই প্রেমের পুরস্কার না হন। বস্তুতপক্ষে, তিনি যে আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন, তাঁর এ উপহারের বিনিময়ে আমরা যদি তাঁর মেষগুলো-পালনের সেবাকর্ম তাঁকে নিবেদন করি, তবে তিনি যে আমাদের পালক করে নিযুক্ত করেছেন এর প্রতিদানে আমরা তাঁকে আর কী দিতে পারব? কেননা—ঈশ্বর না করুন—আমরা নিজেদের দোষ বশতই খারাপ পালক হতে পারি, কিন্তু—ঈশ্বর করুন—আমরা কেবল তাঁর অনুগ্রহ গুণেই উত্তম পালক হতে পারি।

সুতরাং, আমার ভাইবোনেরা, *আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেন বৃথাই না গ্রহণ কর।* আমাদের সেবাকর্ম ফলপ্রসূ কর। *তোমরাই ঈশ্বরের মাঠ।* বাইরে থেকে তোমরা তো তাদেরই গ্রহণ কর যারা পোঁতে ও জল দেয়, কিন্তু অভ্যন্তরে তাঁকেই গ্রহণ কর যিনি বৃদ্ধিশক্তি দান করেন। তোমাদের প্রার্থনা ও বাধ্যতা দানে আমাদের সাহায্য কর, আমরা যে তোমাদের অধ্যক্ষ তা নয়, আমরা বরং যে তোমাদের উপযোগী সেবক, এতেই যেন আনন্দ পাই।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১০:১০ দ্রঃ

℣ খাঁটি সাক্ষ্যমর জানুয়ারিউস নিজ রক্তদানেই খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করলেন; হুমকি ও তোষামোদের সামনে অবিচল হয়ে

℟ তিনি গৌরবমুকুট লাভ করলেন।

℣ প্রভু ধার্মিককে ন্যায়পথে চালনা করলেন, তাঁকে দেখালেন ঈশ্বরের রাজ্য;

℟ তিনি গৌরবমুকুট লাভ করলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর

সাধু আন্দ্রিয় কিম তায়েগং, পুরোহিত, পল চং হাসাং ও তাঁদের সাক্ষ্যমর-সঙ্গীরা

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আন্দ্রিয় কিম তায়েগং-এর শেষ উৎসাহ-বাণী

প্রেম ও স্থিরতায় স্থাপিত বিশ্বাস

প্রিয়তম ভাই ও বন্ধু সকল, একথা বারবার চিন্তা কর: আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা কর; আবার জিজ্ঞাসা কর কেমন পরিকল্পনা অনুসারেই বা তিনি নিজের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষকে এত বিশিষ্টভাবে গড়েছেন।

সুতরাং, বিপদ ও দুর্দশায় পূর্ণ এজগতে আমরা যদি প্রভুকে স্রষ্টা বলে স্বীকার না করি, তবে আমাদের পক্ষে জন্ম নেওয়া ও জীবিত থাকায় কোন উপকার নেই। যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আমরা এজগতে এসেছি, তখন আবার তাঁর অনুগ্রহেই দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছি ও মণ্ডলীতে প্রবেশ করেছি; তাতে প্রভুর শিষ্য হয়ে উঠে আমরা গৌরবময় নাম বহন করি। কিন্তু যথোচিত জীবনাচরণ না করলে আমাদের পক্ষে তেমন মহান নামের কী উপকার হবে? জন্ম নেওয়া ও মণ্ডলীতে প্রবেশ করা বৃথাই হবে; এমনকি প্রভুর প্রতি ও তাঁর অনুগ্রহের প্রতি তা বিশ্বাসঘাতকতাই হবে। প্রভুর অনুগ্রহ গ্রহণ করে তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করার চেয়ে আমাদের পক্ষে জন্ম না নেওয়াই ভাল।

দেখ সেই কৃষক যে মাঠে বীজ বোনে: ঠিক সময়ে মাটিতে লাঙল চালায়, তারপর সার দেয়, ও রোদের নিচে তত পরিশ্রম তুচ্ছই জ্ঞান করে সে মূল্যবান বীজ যত্ন করে থাকে। শিষ পাকলে ও ফসল সংগ্রহের সময় এলে তার হৃদয় সমস্ত পরিশ্রমের কথা ভুলে গিয়ে আনন্দ করে ও উল্লাসে মেতে ওঠে। কিন্তু শিষ শুষ্ক হলে ও খড় ও তুষ ছাড়া অন্য কিছু না থাকলে, কঠোর পরিশ্রমের কথা স্মরণে সেই কৃষক যতখানি মাঠ চাষ করেছিল ততখানি মাঠ ফেলে রাখবে। প্রভু আমাদের সঙ্গে ঠিক তেমনিই ব্যবহার করেছেন: পৃথিবী হল তাঁর মাঠ, মানুষ আমরা হলাম অঙ্কুর, অনুগ্রহ হল সার। তাঁর দেহধারণ ও মুক্তিকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের রক্তে আমাদের সিঞ্চন করলেন যাতে বেড়ে উঠতে ও পরিপক্কতা অর্জন করতে পারি। সেই বিচারের দিনে যখন ফসল সংগ্রহের সময় এসে উপস্থিত হবে, তখন যে কেউ অনুগ্রহে পরিপক্ক হবে সে স্বর্গরাজ্যে ঈশ্বরের দত্তকপুত্র বলে আনন্দ করবে; কিন্তু যে কেউ ফলহীন হবে, সে যদিও একসময়ে দত্তকপুত্র ছিল, এবার শত্রু হবে ও তার যোগ্য দণ্ড চিরকালের মত ভোগ করবে।

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, নিশ্চিত হয়েই জেনে রাখ যে, আমাদের প্রভু যীশু জগতে এসে নিজের উপরে অসংখ্য দুঃখ তুলে নিয়েছেন, নিজের যন্ত্রণাভোগ দ্বারা পবিত্র মণ্ডলী স্থাপন করেছেন, ও ভক্তদের নানা পরীক্ষা ও সাক্ষ্যমরণের মধ্য দিয়েই মণ্ডলীর বৃদ্ধি ঘটান। সংসারের শক্তিবৃন্দ তাকে অত্যাচার ও যুদ্ধ করা সত্ত্বেও তথাপি তাকে কখনও পরাভূত করতে পারবে না। যীশুর স্বর্গারোহণের পরে, প্রেরিতদূতদের সময় থেকে আমাদের এ দিনগুলি পর্যন্ত, পৃথিবীর সর্বস্থানে পবিত্র মণ্ডলী ক্লেশের মধ্যেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তেমনি পবিত্র মণ্ডলী যখন আমাদের এ কোরিয়ায় প্রথম প্রবেশ করেছে, সেসময় থেকে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বা ষাট

বছর ধরে ভক্তদের বহুবার নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হল, আর আজ নির্যাতন একেবারে তীব্রতম পর্যায়ে উঠেছে। এজন্য একই বিশ্বাসের বহু বন্ধু—তাদের মধ্যে আমিও—কারারুদ্ধ হয়েছে, আর তোমরাও ক্লেশের মধ্যে রয়েছ। আমরা একদেহ, একথা যদি সত্য, তবে হৃদয়-গভীরে কেমন করে দুঃখ পাব না? কেমন করেই বা মানবীয় অনুভূতি ক্রমে বিচ্ছেদের শোক অনুভব করব না?

তথাপি, শাস্ত্র যেমনটি বলে, ঈশ্বর আমাদের মাথার কনিষ্ঠতম কেশের যত্ন নেন, ও নিজের অসীম জ্ঞানে তার হিসাব রাখেন; তাই তেমন তীব্র নির্যাতন ঐশসঙ্কল্প ছাড়া, অর্থাৎ পুরস্কার বা দণ্ড ছাড়া আর কী বলে গণ্য করা যেতে পারবে?

অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা আঁকড়িয়ে থাক, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে স্বর্গরাজ যীশুর পক্ষে সংগ্রামে অবিচল থাক; খ্রীষ্ট যাকে একসময় পরাজিত করেছেন, তোমরাও এসংসারের অধিপতি সেই শয়তানকে পরাজিত করবে।

তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাই: ভ্রাতৃপ্রেম অবহেলা করো না, কিন্তু একে অপরকে সাহায্য কর; আর নির্যাতন দূর করে দিয়ে প্রভু যখন তোমাদের প্রতি দয়া দেখালেন, তখন তোমরা নিষ্ঠাবান থাক।

আমরা এখানে কুড়িজন আছি, ও ঈশ্বরের কৃপায় সকলেই এখনও ভাল আছি। অনুরোধ রাখি, আমাদের মধ্যে কাউকে হত্যা করা হলে, তোমরা তাদের পরিবারের জন্য চিন্তা কর।

তোমাদের বলার মত আমার আরও অনেক কথা আছে; কিন্তু কাগজ-কলমে তা কেমন করে ব্যক্ত করতে পারি? এখানে আমার পত্র শেষ করছি। সংগ্রামের কাছাকাছি এসে গেছি বিধায় আমি বিশ্বস্ততায় চলতে তোমাদের অনুরোধ করি; তবেই, পরিশেষে, স্বর্গে প্রবেশ করে সবাই মিলে আনন্দ করব।

আমার ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ আমি শেষবারের মত তোমাদের চুম্বন করি।

শ্লোক ২ করি ৬:৯-১০ দ্রঃ

℣ এই যে, এঁরাই খ্রীষ্টের সেই সাক্ষ্যমরবৃন্দ, যাঁরা হুমকি ভয় না করে প্রভুর প্রশংসা করলেন।
℟ সাক্ষ্যমরদের রক্তই নতুন খ্রীষ্টানদের বীজ!
℣ আমরা নাকি অপরিচিত, অথচ সুপরিচিত; আমরা নাকি মৃতপ্রায়, অথচ দেখ, জীবিত আছি; আমরা নাকি নিঃস্ব, অথচ সবকিছুর অধিকারী।
℟ সাক্ষ্যমরদের রক্তই নতুন খ্রীষ্টানদের বীজ!

২১শে সেপ্টেম্বর

সাধু মথি, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

প্রথম পাঠ - এফে ৪:১-১৬

একদেহে বিতরণ করা বিবিধ অনুগ্রহদান

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
মানুষের হাতে দিলেন যত দান।

কিন্তু, তিনি ‘আরোহণ করলেন’, এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই ‘দেওয়াটা’ অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

শ্লোক ২ পি ১:২১; প্রবচন ২:৬

℟ ঐশবাণী মানুষের ইচ্ছাক্রমে কখনও উপনীত হয়নি,
℣ পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন।
℟ প্রভুই প্রজ্ঞা দান করেন, তাঁরই মুখ থেকে সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি নিঃসৃত হয়:
℣ পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ২

সুসমাচারের প্রচারকবৃন্দ
জগতের কাছে আনন্দের কথা ঘোষণা করেন

ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব! ইহলোকে শান্তি! মানবসমাজে প্রেম! ত্রাণকর্তার বাণী অনুসারে, একথা যদি সত্য যে, *একজনমাত্র পাপী মনপরিবর্তন করলে ঈশ্বরের দূতদের সামনে আনন্দ হয়,* তাহলে যখন খ্রীষ্ট সমগ্র পৃথিবীকেই সত্য জ্ঞানে ফিরিয়ে আনেন, যখন তিনি মনপরিবর্তনের উদ্দেশে তাকে আহ্বান করেন, বিশ্বাস দ্বারা তাকে ধর্মময় করে তোলেন ও পবিত্রীকরণ দ্বারা তাকে উজ্জ্বল করে তোলেন, তখন সেই স্বর্গপ্রাণীবৃন্দ যে এজন্য অধিক আনন্দিত ও উল্লসিত, একথা কি সন্দেহের বিষয় হতে পারে?

ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায়—দেহগত ইস্রায়েলের প্রতি শুধু নয়, আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলেরও প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায় আকাশমণ্ডল উল্লাস করতে করতে পৃথিবীর ভিত তথা সুসমাচারের দৈববাণীর সেবকেরাই তুরি বাজাচ্ছিলেন, ও তাঁদের তীব্রতম কণ্ঠস্বর সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল। পবিত্র তুরির মতই যেন তাঁরা চারদিকে নিজেদের সুর ধ্বনিত করলেন; তাতে সর্বস্থানের ভীনজাতিদের কাছে ত্রাণকর্তার গৌরবের কথা ঘোষণা করলেন ও খ্রীষ্টজ্ঞান লাভ করতে তাদের সকলকেই আহ্বান করলেন যারা পরিচ্ছেদন থেকে আগত ও যারা পূর্বে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির দিকেই নিজেদের উপাসনার অঞ্জলি নিবেদন করছিল।

তবু আমরা কেনই বা প্রেরিতদূতদের পৃথিবীর ভিত বলে অভিহিত করি? বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্টই সবকিছুর ভিত ও অবিচল অবলম্বন; তিনিই তো সবকিছু সুসংবদ্ধ করে রাখেন ও ধারণ করে থাকেন যেন সেই সবকিছু দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে; কেননা আমরা সকলে তাঁর উপরেই গাঁথা; হ্যাঁ, আমরা হলাম সেই আত্মিক গৃহ যা সেই পবিত্র মন্দির হবার জন্য, তাঁর আপন আবাস হবার জন্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা একত্রে সুসংবদ্ধ হয়েছে, কেননা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের হৃদয়ে বাস করেন।

আরও, সেই প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাগণ আমাদের কাছাকাছি ভিত হিসাবেও গণ্য হতে পারেন, যেহেতু তাঁরাই খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য তাঁর বাণীর সেবক। তাই আমরা যখন বুঝতে পারব যে তাঁরা যা যা সম্প্রদান করে এসেছেন তা আমাদের পক্ষে পালনীয়, তখনই আমরা এমন খাঁটি বিশ্বাস রক্ষা করতে পারব, যা কোন কিছুতেই খ্রীষ্ট থেকে সরে যায় না, বিপথেও যায় না। কেননা যখন ধন্য পিতর অনিন্দনীয়

প্রজ্ঞায় এ কথায় তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্বীকার করেছিলেন *আপনিই সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র*, তখন খ্রীষ্ট এই উত্তর দিয়েছিলেন: *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব*, যার অর্থ—আমার মতে—হল যে, সেই শৈল হল শিষ্যের বিশ্বাসের অবিচল শৈল।

সুতরাং 'পৃথিবীর ভিত সত্যিই তুরি বাজাল', এপ্রসঙ্গে আমার উপস্থাপিত ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়; কেননা মোশী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথা বলছিলেন বটে, কিন্তু কথা বলতে ধীর ছিলেন; বিধানের কণ্ঠও তত দূরে শোনা যেত না, কেবল যুদেয়ার মধ্যেই শোনা যেত। অতএব, তোমরা যাঁরা খ্রীষ্টের দূত হিসাবে নিযুক্ত, তুরি বাজাও! হ্যাঁ, *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।*

শ্লোক সাম ১৯:৪,৫; প্রজ্ঞা ৫:১

℣ নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী, শোনা যায় না কো তাঁদের কণ্ঠস্বর, তবু

℟ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

℣ ধার্মিকজন মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবেন, যারা তাঁকে অত্যাচার করল।

℟ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

২৩শে সেপ্টেম্বর

পিয়েত্রেল্‌চিনার সাধু পিউস, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - পিয়েত্রেল্‌চিনার সাধু পিউসের পত্রাবলি

শাশ্বত আবাসের প্রস্তর

মুক্তিদায়ী ছেনির অনবরত আঘাত ও যত্নপূর্ণ পরিশোধন দ্বারা স্রষ্টা ঈশ্বর শাশ্বত এক গৃহ নির্মাণ করার জন্য প্রস্তরগুলো প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেন— ঠিক যেভাবে আমাদের কোমল মাতা সেই পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী গির্জা-উৎসর্গীকরণ সংক্রান্ত উপাসনায় স্তোত্রে গান করে। আর আসলে সেকথা সত্য।

শাশ্বত গৌরবের জন্য নিরূপিত এক একটি আত্মাকে উপযুক্তভাবে একটা পাথরের সঙ্গে তুলনা করা যায় যা শাশ্বত আবাস নির্মাণের জন্য স্থিরীকৃত। যে নির্মাণকর্তা একটা গৃহ নির্মাণ করতে উদ্যত হয়, তার পক্ষে সর্বপ্রথমে সেই পাথরগুলোকে মসৃণ করা দরকার যেগুলো নির্মাণকাজে লাগাবে। তেমন কাজ সে ছেনি ও হাতুড়ি দিয়ে সম্পন্ন করে। একই প্রকারে স্বর্গীয় পিতা সেই মনোনীত আত্মাদের অন্তরে সেইভাবে ব্যবহার করেন যেগুলো আদিকাল থেকে তাঁর সর্বোত্তম প্রজ্ঞা ও যত্নশীলতা শাশ্বত আবাস নির্মাণের জন্য স্থির করা হয়েছিল।

কেননা যে আত্মা খ্রীষ্টের সঙ্গে চিরকালীন গৌরবে রাজত্ব করার জন্য স্থিরীকৃত, তাকে ছেনি ও হাতুড়ি দিয়ে মসৃণ করা দরকার; তেমন যন্ত্রপাতি দিয়ে স্রষ্টা ঈশ্বর সেই পাথরগুলো অর্থাৎ সেই মনোনীত আত্মাদের প্রস্তুত করেন। কিন্তু সেই ছেনি ও হাতুড়ির আঘাত বলতে কী বোঝায়? হে বন্ধু আমার, তা বলতে অন্ধকার, ভয়-ভীতি, প্রলোভন, কষ্ট, এমন মনের আতঙ্ক যা কোন প্রকার রোগ সৃষ্টি করে, আবার দৈহিক যন্ত্রণা বোঝায়।

সুতরাং সেই অসীম দয়ার সনাতন পিতার কাছে ধন্যবাদ জানাও যিনি এইভাবে পরিত্রাণের দিকে তোমাদের আত্মাকে চালনা করেন। সকল পিতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম এই পিতার মঙ্গলময় ব্যবস্থার জন্য কেন গর্ববোধ করব না? আত্মাদের এই স্বর্গীয় চিকিৎসকের কাছে অন্তর খুলে দাও, এবং পূর্ণ ভরসার সঙ্গে তাঁর পবিত্রতম হাতে নিজেদের সঁপে দাও, কেননা তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন যাতে কালভারীর উচ্চগামী পথ বেয়ে যীশুর অনুসরণ কর। আমি আনন্দের সঙ্গে ও মনের একাগ্রতার সঙ্গে লক্ষ করছি তিনি কিভাবে অনুগ্রহ তোমাদের অন্তরে ব্যবহার করেন।

আর যেন এবিষয়ে কখনও সন্দেহ পোষণ না কর যে, যা কিছু তোমাদের আত্মায় ঘটে তা প্রভু নিজেই নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এমন ভয় করতে নেই যে, তোমরা ঈশ্বরের কোন অমঙ্গল বা অনিষ্টে পতিত হবে। যিনি প্রকৃতপক্ষে উত্তরোত্তর প্রশংসারই যোগ্য, তোমরা সারা জীবন ধরে সেই প্রভুকে দুঃখ দাওনি, যখন একথা জান, তখন এটিই যথেষ্ট হোক।

আর তোমাদের আত্মার মঙ্গলময় বর যদি লুকিয়ে থাকেন, তবে মনে কর না তিনি এমনটি করেন তোমাদের শঠতার বিষয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, বরং তিনি আরও গভীরভাবে তোমাদের বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে চান, এবং তেমন রোগ-ব্যাধি থেকে তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন যেগুলোকে দৈহিক চোখ দেখতে পারে না; সেই রোগ ও অপরাধের কথা বলছি যেগুলো থেকে ধার্মিক মানুষও মুক্ত নয়, যেমনটি শাস্ত্রেও বলে, *ধার্মিকের সাতবারই পতন হয়।*

আর আমাকে এবিষয়ে বিশ্বাস কর যে, আমি যদি তোমাদের কম কষ্টের মধ্যে দেখতাম, তবে তত আনন্দ করতাম না, যেহেতু আমি বুঝতাম যে প্রভু তোমাদের কম মুক্তা দিয়েছিলেন। প্রলোভনের মত প্রতিকূল সন্দেহগুলোও দূর করে দাও। সেই সন্দেহগুলোকেও দূর করে দাও যেগুলো তোমাদের জীবনধারণ-সংক্রান্ত, অর্থাৎ সেই ধরনের সন্দেহ যা দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের ডাক শোন না ও বরের মধুর আহ্বান প্রতিরোধ কর। কেননা সেই সবকিছু মঙ্গলময় আত্মা থেকে নয়, অমঙ্গলকর আত্মা থেকেই আসে। সেই সবকিছু প্রকৃতপক্ষে দিয়াবলের ফন্দি-ফিকির যেগুলোর লক্ষ্য হল যাতে তোমরা পবিত্রতা থেকে দূরে যাও কিংবা পবিত্রতার পথে শিথিল হয়ে বসে থাক। ভেঙে পড়ো না!

যখন যীশু দেখা দেন, তখন তাঁকে ধন্যবাদ জানাও; যখন লুকিয়ে থাকেন, তখনও ধন্যবাদ জানাও, কেননা সবকিছুই তাঁর ভালবাসার যত্নপূর্ণ লীলা। আমার বাসনা, তোমরা যীশুর সঙ্গে আত্মাকে ক্রুশের উপরে উপনীত করবে এবং যীশুর সঙ্গে তোমরাও বলে উঠবে, 'সিদ্ধি হয়েছে'।

শ্লোক এফে ২:২১-২২ দ্রঃ

℟ খ্রীষ্টযীশুতে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠছে

℣ প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য।

℟ তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে

℣ প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য।

২৫শে সেপ্টেম্বর

সাধু যোসেফ বেনেডিক্ট দুসমে, বিশপ

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোসেফ বেনেডিক্ট দুসমের পালকীয় পত্রাবলি

যতক্ষণ আমাদের একটুকু রুটি থাকে,
আমরা গরিবদের সঙ্গে তা ভাগ করে খাব

আট বছরের ঊর্ধ্বেও শান্তির ঐক্যে যাঁদের সঙ্গে বাস করা ভাল ও সুন্দর হয়েছিল, আমাদের সেই প্রিয়তম সহভ্রাতাদের বিচ্ছুরণজনিত তীব্র আঘাত তখনও জ্বালা দিচ্ছিল। আমরা আতিথেয়তাপূর্ণ এক বাড়িতে আশ্রয় নিতে প্রায় উদ্যত হচ্ছিলাম এমন সময় সর্বোচ্চ পালকের আহ্বান আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হল—তিনি এ ধর্মপ্রদেশের ভার আমাদের হাতেই তুলে দিচ্ছিলেন। সে মুহূর্তে আমরা একটু দ্বিধাগ্রস্ত ও আশ্বাসহীন হয়ে পড়লাম, কেননা সেমুহূর্তে কেবল আমাদের ক্ষুদ্রতা, পদের ভার ও ঈশ্বরের ও মানুষের সামনে আমাদের সম্মুখীন দায়িত্বই অনুভব করছিলাম। হ্যাঁ, আমরা এসব কিছু অনুভব করে কম্পিতই ছিলাম। অন্য দিকে আমরা ভেবে দেখলাম যে, তেমন কঠিন পরিস্থিতিতে পুণ্য পিতার আহ্বান ফিরিয়ে দিলে আমরা বড়ই অপরাধে অপরাধী হতাম, কেননা তিক্ততার পানপাত্র নিজ ওষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিলে তা ভক্তদের পিতাকেই একাকী পান করতে ফেলে রাখতাম।

পিতরের সমাধিমন্দিরের উপর প্রণত হয়ে আমরা ভক্তিভরে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন বর্তমান পরিস্থিতি-উপযোগী বাণী আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেন, এমন বাণী যা আমাদের পুরোহিতবর্গের কাছে পালনীয় দিগ্‌নির্দেশ অনাবৃত ও সুস্পষ্ট ভাবেই ইঙ্গিত করবে, ও আমাদের এ জনগণকেও সুস্থির করবে—যে জনগণ

আমাদের সমস্ত ভালবাসার শীর্ষস্থানে একাই বিরাজ করেন।

শ্রদ্ধেয় পুরোহিতবর্গ, আমাদের পতাকা হচ্ছে একাত্মতা, আর আমরা নিশ্চিত আছি, তা আপনাদেরও পতাকা হবে। কেননা একাত্মতায়ই রয়েছে সত্য, একাত্মতায়ই রয়েছে শক্তি, একাত্মতায়ই রয়েছে সুখ। আমাদের দিক দিয়ে, আমাদের শূন্যতা বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হয়ে আমরা বিধাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই—তিনি তো আমাদের এমন বিরাট বুক দান করেছেন যা আপনাদের সকলকে ধারণ করতে পারে! আমাদের এ বুকে ব্যক্তি-বিশেষের কোন পার্থক্য নেই, আর তেমন পার্থক্য কখনও থাকবে না। এ বুকে সন্তান, ভাইবোন, নির্যাতিত, বন্ধু শুধু নয়, বরং দৈবক্রমে শত্রু, নিন্দুক ও অমঙ্গলকামী কেউ থাকলে তারাও এ বুকে একটা স্থান পাবেন। এমনটি করব, যেন আদেশ কখনও অত্যাচার না হয়, বাধ্যতাও যেন কখনও দাসত্ব না হয়। আমরা নিজেদের দোষ স্বীকার করা অপমান বলে মনে করি না; নিজেদের অস্বীকার করা ও নিজেদের পদক্ষেপে ফিরিয়ে যাওয়াই প্রকৃত সৎসাহস। হ্যাঁ, প্রিয়জনেরা, আমাদের ও আপনাদের, সকলেরই ক্ষমা করার ও ক্ষমা পাবার কিছু আছে। আসুন, হাত মেলাই, একে অপরকে আলিঙ্গন করি, এমন বন্ধুত্বের শপথ নিই যা কেবল মৃত্যুতেই সমাপ্ত হয়। আসুন, আমাদের পারস্পরিক একাত্মতার আদর্শ দানে এ শহরের পরিবারগুলোর সুসম্পর্ক গঠনে সহযোগিতা দান করি—এ শহর যা শহরগুলোর মধ্যে সুন্দরতম! যত ক্রোধ, যত হিংসা, যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করা হোক: শান্তি, শান্তি, শান্তি!

আমাদের উত্তম জনগণ যাঁরা আমাদের কাছে খাদ্য ও বিশ্বাস দাবি করেন, তাঁরা আমাদের পিতৃস্নেহের হাতে সম্পূর্ণরূপেই নিজেদের সঁপে দেন। যতক্ষণ আমাদের একটুকু রুটি থাকবে, ততক্ষণ আমরা গরিবদের সঙ্গেই তা ভাগ করে খাব। দুঃখার্ত সমস্ত হতভাগার জন্য আমাদের দরজা সর্বদাই খোলা থাকবে। বিশপ-ভবনের প্রবেশদ্বারে যে সময়সূচী টাঙাতে আদেশ করব, তা এমনটি হবে যাতে বিশেষভাবে অভাবগ্রস্তই যে কোন সময়ে প্রবেশ করতে পারে। সকলে ও সবসময়ই সাহায্য, বা উপায় না থাকলে, সান্ত্বনা ও স্নেহের কথা পেতে পারবে।

কিন্তু বিশ্বাস …! এই তো, আমাদের জনগণ বিশ্বাস সুরক্ষিতই চান, ও আমাদের কাছে এ দাবি রাখেন আমরা যেন সে বিশ্বাস রক্ষা করি। ঈশ্বর আমাদের কেবল এ বস্তুরই অগ্রবর্তী প্রহরী করে নিযুক্ত করেছেন, অন্য বস্তুর নয়। অতএব আমরা এবিষয়ে অবিরতই চেতনা দেব যে, যা সীজারের তা সীজারকে দিয়ে মানুষ যেন যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দেয়।

প্রিয়তম ভাই ও সন্তানেরা, ভক্তিভরে প্রার্থনা করুন, যেন আপনাদের পালকের উপরে স্বর্গীয় অনুগ্রহের সহায়তা বর্ষিত হয়। একটা বিশপ যে এমনি উত্তম বা খারাপ হতে পারেন আর একই সময়ে তাঁর ব্যবহারের ফল যে তাঁর জনগণের মাঝে দেখা দেবে না, এমনটি হতে পারে না।

একদিন—শীঘ্রই বা দেরিতে তা ঈশ্বর জানেন—আপনারা এসে আমাদের মৃত্যু-শয্যা ঘিরে থাকবেন। কতই না মহান হবে আমাদের আনন্দ, যদি সেদিন আপনাদের কাছ থেকে আমাদের এমনভাবে বিদায় নিতে দেওয়া হয় যেন আনন্দের সঙ্গেই আপনাদের সকলকে শান্তি, ভালবাসা ও বিশ্বাসের সেই রাজ্যে রেখে যেতে পারি যেখানে অনেকে এক-ই হয়, যেখানে সবকিছু সকলেরই অধিকার: আত্মা, চিন্তা, সংগ্রাম, বিজয় ও ঈশ্বর—সবই সকলেরই সাধারণ অধিকার! তবেই আপনাদের এ পালকের প্রায়-শক্ত অঙ্গগুলি স্বস্তি পাবে, তাঁর আচ্ছাদিত চোখ দু'টো আলোকিত হবে, তাঁর ফেকাশে মুখে জীবনের উজ্জ্বলতা ফিরবে, স্নেহভরা অনুভূতিধারাই তাঁর বিগলিত হৃদয় পুনরায় দখল করবে।

অস্পষ্ট কথায়, দীর্ঘশ্বাস করতে করতে তিনি তাঁর প্রাণের গভীরতম স্থল থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাবেন, কারণ ঊর্ধ্বলোকের সহায়তার পরে আপনাদের বাধ্যতা ও সদাগ্রহই দায়ী হবে সেই সমস্ত কল্যাণকর কাজের জন্য, যা তিনি করতে পেরেছেন; ও সুখে শান্তিতে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে সানন্দে বলতে পারবেন: আমি সুখী হয়ে মরছি: আমার সন্তানেরা বিশ্বাসের ঐক্যে সত্যি একপ্রাণ একাত্মা!

শ্লোক কল ৩:১২,১৪,১৫

℟ ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর।

উ খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

প্র সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন।

উ খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

২৬শে সেপ্টেম্বর

সাধু কসমাস ও দামিয়ান, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩২৯:১-২**

সত্যিই মূল্যবান সেই সাক্ষ্যমরদের মৃত্যু যা খ্রীষ্টের মৃত্যুমূল্যে কেনা হয়েছে!

যাঁদের জন্য মণ্ডলী সর্বত্রই প্রস্ফুটিত, সেই পুণ্যবান সাক্ষ্যমরবৃন্দের এতই গৌরবময় কর্মকীর্তির জন্য আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি কতই না সত্যাশ্রয়ী সেই বাণী যা আমরা এইমাত্র গান করেছি: *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু*; হ্যাঁ, সেই মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিতে মূল্যবান, তাঁরও দৃষ্টিতে মূল্যবান যাঁর নামের খাতিরে সেই মৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু এ সমস্ত মৃত্যুর মূল্য হচ্ছে কেবল একজনেরই মৃত্যু। কতগুলো মৃত্যুই না কিনেছেন সেই একজনমাত্র, যিনি নিজে না মরলে গমের সেই দানার বহুবৃদ্ধি হত না! তোমরা তাঁর সেই বাণী শুনেছ যা তিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে যেতে যেতে, অর্থাৎ আমাদের মুক্তিকর্ম সাধনের দিকে যেতে যেতে উচ্চারণ করেছিলেন: *গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে।*

বাস্তবিকই তিনি ক্রুশের উপরে এক মহা ক্রয়কর্ম সাধন করলেন; সেই ক্রুশের উপরেই আমাদের পক্ষে মুক্তিমূল্য ব্যয় করলেন, কেননা তাঁর পাশ সৈন্যের বর্শার আঘাতে খুলে গেলে তা থেকে সারা বিশ্বের মুক্তিমূল্য নির্গত হল।

তখন ভক্ত ও সাক্ষ্যমর উভয়কেই কেনা হল, কিন্তু সাক্ষ্যমরদের বিশ্বাস পরীক্ষিত হল: রক্তই তার সাক্ষী। তাঁদের জন্য যা ব্যয় করা হয়েছিল, তাঁরা তা মিটিয়ে দিলেন, তাতে ধন্য যোহনের এ বাণী পূর্ণ করলেন: *খ্রীষ্ট যেমন আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, আমাদেরও তেমনি ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।*

অন্যত্র লেখা রয়েছে: *তুমি মহাভোজে আসন নিয়েছ; তোমার সামনে যা যা পরিবেশন করা হল, তা ভাল মত বিবেচনা কর, কেননা তোমাকেও সেরূপ ভোজের আয়োজন করতে হবে।* সেটিই হচ্ছে মহাভোজটি, যে ভোজে ভোজকর্তা নিজেই খাদ্য। এমন কেউই নেই যে নিজেকে দিয়েই নিমন্ত্রিতদের খাওয়ান: খ্রীষ্ট প্রভু ঠিক তাই করেন, তিনিই নিমন্ত্রণকারী, আবার তিনিই খাদ্য ও পানীয়। সাক্ষ্যমরেরা জানতেন তাঁদের কী খেতে ও পান করতে হবে, যেন সেরূপ প্রতিদান দিতে পারেন।

কিন্তু প্রথমে যিনি মূল্য দিয়েছেন, তিনি যদি প্রতিদান দেওয়ার মত বস্তুটা না দিতেন, তবে কেমন করে তাঁরা সেরূপ প্রতিদান দিতে পারতেন? এজন্য আমরা যা গান করেছি *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু*, এই সামসঙ্গীতও দেওয়া বিষয়ে কী চেতনা দেয়?

প্রাচীনকালের মানুষ তা-ই বিচার-বিবেচনা করেছিল যা প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছিল; অর্থাৎ সেই মানুষ সেই সর্বশক্তিমানের অসংখ্য অনুগ্রহদানগুলির দিকে চেয়ে দেখল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সে পথভ্রষ্ট হলে যিনি তার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, তার সন্ধান পেয়ে যিনি তাকে ক্ষমা মঞ্জুর করেছিলেন, সে নিজ দুর্বল শক্তিতে সংগ্রাম করতে করতে যিনি তাকে সহায়তা করেছিলেন, সে বিপদে পতিত হলে যিনি নিজেকে ফিরিয়ে নেননি, তাকে জয়মালায় ভূষিত করেছিলেন ও পুরস্কার স্বরূপ নিজেকেই দান করেছিলেন। প্রাচীনকালের মানুষ এ সমস্ত বিষয় বিচার-বিবেচনা করে বলে উঠেছিল: *আমার প্রতি প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব? পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরব।*

কোন্ পাত্রের কথা বলা হচ্ছে? যন্ত্রণাভোগের সেই তিক্ত ও পরিত্রাণদায়ী পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে; সেই

পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে যা চিকিৎসক প্রথম পান না করলে রোগপীড়িত মানুষ কখনও স্পর্শ করতে সাহস করত না! হ্যাঁ, সেই পানপাত্র ঠিকই তাঁর যন্ত্রণাভোগ; আর একথা আমরা স্বয়ং খ্রীষ্টের বাণীতেই প্রমাণিত দেখতে পাই, কেননা তিনি বললেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরিয়ে দাও।*

এ পাত্র বিষয়ে সাক্ষ্যমরেরা বললেন, *পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে আমি করব প্রভুর নাম।* আচ্ছা, তোমার কি ভয় হচ্ছে তুমি পারবে না? না, আমি সে ভয় করি না। কেন? কারণ আমি প্রভুর নাম করব। সাক্ষ্যমরেরা কেমন করে জয়ী হতে পারবেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই যদি না জয়ী হতেন যিনি বলেছেন, *আনন্দে মেতে ওঠ, আমি জগৎকে জয় করেছি?* স্বর্গরাজ তাঁদের অন্তর ও তাঁদের জিহ্বা চালিত করছিলেন, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শয়তানকে জয় করছিলেন ও স্বর্গে সাক্ষ্যমরদের মাল্যভূষিত করছিলেন। আহা, যাঁরা এভাবেই এ পাত্রে পান করেছেন, তাঁরা ধন্য! তাঁরা নিজেদের দুঃখকষ্টের সমাপ্তি দেখেছেন ও স্বর্গীয় সম্মান গ্রহণ করেছেন।

প্রিয়জনেরা, উদ্বুদ্ধ হও! চোখে যা দেখতে পাও না তা অন্তরে ও প্রাণে বিচার-বিবেচনা করে থাক, তবেই দেখতে পাবে যে, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু।*

শ্লোক

℣ হে ধন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দ, তোমরা গৌরবময় রক্ত দান করেছ; জীবনে খ্রীষ্টের বন্ধু হয়ে তোমরা মৃত্যুতে তাঁর অনুসরণ করেছ:
℟ এজন্য তোমরা এখন গৌরবমালায় ভূষিত।
℣ এক আত্মা তোমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, এক বিশ্বাস তোমাদের সুস্থির করেছে:
℟ এজন্য তোমরা এখন গৌরবমালায় ভূষিত।

২৭শে সেপ্টেম্বর

সাধু ভিনসেণ্ট দ্য পল, পুরোহিত

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ভিনসেণ্ট দ্য পল-লিখিত 'আধ্যাত্মিক পত্র ও উপদেশাবলি' পত্র ২৫৪৬

গরিবদের মধ্যে খ্রীষ্টের সেবা করা

গরিবদের মধ্যে যা বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রকাশ পায়, সেই ভিত্তিতেই তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়, তাদের আন্তরিক গুণের ভিত্তিতেও নয়। আমাদের বরং উচিত বিশ্বাসের আলোতেই তাদের কথা বিবেচনা করা। ঈশ্বরের পুত্র গরিব হতে চাইলেন, আবার চাইলেন, গরিবেরাই হবে তাঁর প্রতিনিধি। যন্ত্রণাভোগের সময়ে তাঁর চেহারা প্রায় মানুষের চেহারার মত ছিল না; বিধর্মীদের দৃষ্টিতে ছিলেন উন্মাদ, ইহুদীদের পক্ষে ছিলেন পদস্খলনের প্রস্তর; অথচ নিজেকে গরিবদের কাছে সুসমাচার-প্রচারক বলে অভিহিত করেন: *তিনি আমাকে গরিবদের কাছে সুসমাচার দিতে প্রেরণ করেছেন।*

আমাদের তেমন অনুভূতি-মনোভাব আপন করা দরকার, যীশু যা করলেন তাও করা দরকার: গরিবদের প্রতি যত্ন, সান্ত্বনা, সাহায্য, উৎসাহ দান করা।

তিনি নিজে চাইলেন গরিব অবস্থায় জন্ম নিতে, নিজ সাহচর্যে গরিবদের গ্রহণ করতে, গরিবদের সেবা করতে, গরিবদের স্থানে দাঁড়াতে; এমনকি তিনি একথা পর্যন্ত বললেন যে, গরিবদের প্রতি আমরা মঙ্গলকর বা অমঙ্গলকর যা কিছু সাধন করব, তা তিনি নিজের ঐশব্যক্তিত্বের প্রতিই সাধিত বলে বিবেচনা করবেন। ঈশ্বর গরিবদের ভালবাসেন, ফলে তাদেরও ভালবাসেন যারা গরিবদের ভালবাসে। বাস্তবিকই, একজনকে ভালবাসলে তার বন্ধু ও দাসদের প্রতিও আন্তরিকতা প্রকাশ করা হয়। তাই আমরাও যুক্তির সঙ্গে এ ভরসা রাখতে পারি যে, তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরে তিনি আমাদেরও ভালবাসবেন।

যখন তাদের দেখতে যাই, তখন আমাদের উচিত, তাদের দুঃখকষ্টের সহভাগী হবার জন্য তাদের অবস্থা উপলব্ধি করা ও সেই মনোভাবেই ব্যবহার করা যা সম্বন্ধে প্রেরিতদূত বলেছিলেন, *আমি সকলের কাছে সবকিছু*

হলাম। সুতরাং এসো, পরের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে সচেষ্ট হই। আর এ উদ্দেশ্যে, এসো, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন দয়া ও ভালবাসার আত্মা দান করে সেই আত্মায় আমাদের পরিপূর্ণ করেন ও সেই আত্মা আমাদের অন্তরে অক্ষুণ্ণ রাখেন।

সবকিছুর চেয়ে গরিবদের সেবায়ই প্রীত হওয়া উচিত। একাজে কোন বিলম্ব না থাকা চাই। প্রার্থনার নির্ধারিত সময়ে যদি কোন গরিবের কাছে একটা ঔষধ বা উপকারী যাই কিছু নিয়ে যেতে হয়, শান্তমনেই তার কাছে যাও। প্রার্থনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক হয়ে ঈশ্বরের কাছে তোমাদের সেই কর্ম উৎসর্গ কর। গরিবদের সেবার কারণে যদি প্রার্থনার নির্দিষ্ট কাল খণ্ড বা বাতিল করে থাক, এর জন্য চিন্তা করো না, মনে করো না তোমাদের ত্রুটি হয়েছে। ঈশ্বরের জন্যই ঈশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া, অর্থাৎ কিনা ঈশ্বরের একটা কাজ করার জন্য ঈশ্বরের অন্য কাজ বাতিল করা, তা তো ঈশ্বরকে ছেড়ে দেওয়া নয়। একটি গরিবের সহায়তা করার জন্য যদি প্রার্থনা ছাড়, জেনে রেখ, তেমন কাজ হল ঈশ্বরেরই সেবা। ভালবাসা সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে, আর ভালবাসাই সবকিছুর বিচারমান হওয়া উচিত। ভালবাসা মহা গৃহিণী: তিনি যা আদেশ করেন তা করতে হবে।

জীবনকালে যারা গরিবদের ভালবাসবে, তারা মৃত্যুকে ভয় করবে না। সুতরাং এসো, নবীকৃত প্রেমের সঙ্গেই গরিবদের সেবা করি ও সকলের চেয়ে অবহেলিতদেরই সন্ধান করে বেড়াই। তারাই আমাদের প্রভু ও মনিব।

শ্লোক ১ করি ৯:১৯,২২; যোব ২৯:১৫-১৬

প্র কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি; দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল;
উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।
প্র আমি ছিলাম অন্ধের চোখ, ছিলাম খোঁড়ার পা; আমি ছিলাম দুঃখীদের পিতা।
উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

২৮শে সেপ্টেম্বর

সাধু লরেন্স রুইজ ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - লরেন্স রুইজ ও তাঁর সঙ্গীদের ধন্য-ঘোষণা কালে মানিলাতে

পোপ দ্বিতীয় জন-পলের উপদেশ

নিজেদের রক্তক্ষরণে তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি উপাসনা ও ভক্তির সর্বোচ্চ ধর্মক্রিয়া সম্পাদন করলেন

সুসমাচারের কথা অনুসারে, খ্রীষ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেন, যারা মানুষের সামনে তাকে স্বীকার করবে তিনি স্বর্গস্থ পিতার সামনে সেই বিশ্বস্ত সাক্ষীদের স্বীকার করবেন।

যে ঈশ্বরের বন্দনাগান এখন অসংখ্য ভক্তদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, তা সেই 'তুমি ঈশ্বর' স্তুতিগানেরই প্রতিধ্বনি যা সাধু দমিনিক গির্জায় ২৭শে ডিসেম্বর ১৬৩৭ সালে সন্ধ্যাকালে গান করা হয়েছে যখন ছ'জন খ্রীষ্টভক্তের সাক্ষ্যমরণের সংবাদ নাগাসাকিতে এসে পৌঁছল। সেই সাক্ষ্যমরদের মধ্যে ছিলেন মিশনের পরিচালক লেওন অঞ্চলের স্পেন-নাগরিক ডমিনিকান ফাদার আন্তনি গোঞ্জালেজ ও গৃহস্বামী সেই লরেন্স রুইজ, মানিলার বিনন্দ পাড়ায় যাঁর জন্ম। সর্বশক্তিমান ও দয়াবান ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীতের গান ছিল তাঁদের গৌরবময় সাক্ষ্যদানের নিত্য সঙ্গী—তাঁরা যখন কারাবাসে ছিলেন তখন, তাঁরা যখন তিন দিনব্যাপী যন্ত্রণাভোগের সম্মুখীন হলেন তখনও।

বিশ্বাস জগৎকে জয় করে। যারা সত্য জ্ঞানলাভে আসতে চায়, বিশ্বাস-প্রচার সূর্যের মত তাদের আলোকিত করে। ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও তবু খ্রীষ্টীয় একই ও একমাত্র পরম্পরাই ধ্বনিত।

প্রভু যীশু আপন রক্তমূল্যে নিজের দাসদের মুক্ত করলেন, ও সমস্ত গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশ থেকে তাদের একত্রিত করলেন যাতে তাদের তিনি আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজকীয় এক যাজকত্ব করে তুলতে পারেন।

ক্রুশবেদির উপরে খ্রীষ্টের যজ্ঞের সহভাগিতায় নিজেদের রক্ত ক্ষরণ ক'রে এ ষোলজন ধন্য সাক্ষ্যমর যাজকত্বের অনুশীলনে দীক্ষাস্নান বা পবিত্র যাজকীয় অভিষেকের জোরে ঈশ্বরের কাছে উপাসনা ও ভক্তির সর্বোচ্চ ধর্মক্রিয়া সম্পাদন করলেন। তাতে তাঁরা এমন নিখুঁততম পর্যায়েই সেই যাজক ও যজ্ঞ স্বরূপ খ্রীষ্টের অনুকরণ করেছেন, যে পর্যায় অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একইসময়ে তাঁদের সাক্ষ্যমরণে ভাইবোনদের প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসার প্রমাণও সাধিত, কেননা আমাদের জন্য যিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন, সেই ঈশ্বরের পুত্রের আদর্শে আমরাও ভাইবোনদের জন্য আত্মদান করতে আহূত।

লরেন্স রুইজ এসব কিছু সাধন করলেন। বিপদপূর্ণ যাত্রার পরে পবিত্র আত্মা দ্বারা অপ্রত্যাশিত গন্তব্যস্থানে চালিত হয়ে তিনি বিচারকদের সামনে ঘোষণা করলেন, তিনি খ্রীষ্টান, তিনি আপন প্রভুর জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত: 'আহা, আমি যদি তাঁর জন্য সহস্রবার প্রাণ দিতে পারতাম! কখনও বিশ্বাসঘাতক হব না। আপনারা ইচ্ছা করলে আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। ঈশ্বরের জন্য মৃত্যুবরণ করা—এ আমার ইচ্ছা।'

এ বাক্যেই তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাঁর বিশ্বাস-স্বীকার ও তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্য ব্যক্ত।

সাক্ষ্যমরণ-ক্ষণে সেই যুব পিতা সেই খ্রীষ্টীয় ধর্মশিক্ষা ঘোষণা করলেন ও সম্পন্ন করলেন যা বিনন্দ পাড়ায় দমিনিকান ফাদারদের স্কুলে গ্রহণ করেছিলেন: এমন ধর্মশিক্ষা যা খ্রীষ্ট-রহস্যেই সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত—তাঁর দূতের মুখ দিয়ে খ্রীষ্টই ঘোষিত, খ্রীষ্টই কথা বলেন।

চীনদেশী পিতার ও তাগালাদেশী মাতার সন্তান এ লরেন্স রুইজের সাক্ষ্যদান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উচিত খ্রীষ্টকেই লক্ষ করা।

যিনি জগতে এসেছেন সকলে যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়, সেই খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের সাড়ায় প্রতিদিন নিজেদের দান করাই খ্রীষ্টীয় জীবনের অর্থ।

শ্লোক এফে ৪:৪,৫ দ্রঃ

℣ ধন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দ প্রভুর জন্য রক্তদান করলেন, জীবনে খ্রীষ্টকে ভালবাসলেন, মৃত্যুতে তাঁর অনুকরণ করলেন:

℟ এজন্য তাঁরা এখন গৌরবমালায় ভূষিত।

℣ তাঁরা ছিলেন এক বিশ্বাস ও এক আত্মায় একত্রিত:

℟ এজন্য তাঁরা এখন গৌরবমালায় ভূষিত।

একই দিনে ২৮শে সেপ্টেম্বর

সাধু ভেন্সেস্লাস, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - আদিস্লাভীয় প্রথম 'বৃত্তান্ত'

যিনি দীনহীনদের ন্যায়বিচারে বিচার করেন
সেই রাজার সিংহাসন চির অবিচল থাকবে

ভ্রাতিস্লাসের মৃত্যুতে বোহেমীয়েরা তাঁর পুত্র ভেন্সেস্লাসকে রাজপদে মনোনীত করে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি বিশ্বাসে পরিপক্ক ছিলেন। গরিবদের উপকার করতেন, বস্ত্রহীনদের কাপড় পরাতেন, ক্ষুধার্তদের খাদ্য দান করতেন, প্রবাসীদের আশ্রয় দিতেন—ঠিক যেভাবে সুসমাচার দাবি করে। বিধবাদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে তা তিনি সহ্য করতেন না, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল মানুষকেই ভালবাসতেন, ঈশ্বরের সেবকদের সহায়তা দিতেন, বহু গির্জা অলঙ্কৃত করতেন। তা সত্ত্বেও, বোহেমীয়দের মধ্যে কয়েকজন লোক অভিমানের জোরে তাঁর ছোট ভাই বোলেস্লাসকে উসকানি দিয়ে বলল: 'তাঁর মাতা ও তাঁর রাজপুরুষদের সঙ্গে ভেন্সেস্লাস তোমাকেও হত্যা করতে মতলব করেছে।'

এমনটি ঘটল যে, সাধু কসমাস ও দামিয়ানের পর্বদিনে, রবিবারে, ভেন্সেস্লাস আল্ট-বুঞ্জলাউ শহরে যাচ্ছেন;

কেননা প্রথা আছে, যে শহরে বিশেষ পর্ব পালিত হয় তিনি সেখানে যান; এমনকি গির্জা উৎসর্গ-দিবস পালিত হলে তিনি কখনও অনুপস্থিত নন। সুতরাং, সেদিন খ্রীষ্টযাগে যোগদানের পর তিনি প্রাগাতে ফিরে যাবেন বলে সঙ্কল্প নেন, কিন্তু বোলেস্লাস জঘন্য পরিকল্পনা ক্রমে তাঁকে থাকতে বলেন: 'ভাই, এত শীঘ্রই যেতে চাচ্ছ কেন?'

পরদিন, ভোরবেলায়, প্রাতঃকালীন উপাসনার জন্য ঘণ্টা বাজতে লাগল। সেই শব্দে ভেন্সেস্লাস বলে উঠলেন, 'তোমার জয় হোক, প্রভু, তুমি যে আজ পর্যন্ত আমাকে জীবনযাপন করতে দিয়েছ।' এবং উঠে প্রাতঃকালীন উপাসনায় যোগ দিতে যান।

বোলেস্লাস ইতিমধ্যে তাঁর জন্য ওত পেতে আছেন; তিনিও তাঁর পিছু পিছু দরজা পর্যন্ত যান; সেখানে ভেন্সেস্লাস তাঁকে দেখে বলেন, 'ভাই, কাল পর্যন্ত তুমি আমার বিনম্র দাসের পরিচয় দিয়েছ।' কিন্তু শয়তান বোলেস্লাসের হৃদয় বিকৃত করেছিল বিধায় সেই উসকানিতে প্ররোচিত হয়ে বোলেস্লাস খড়্গা কোষমুক্ত করে তাঁকে উত্তরে বলেন: 'এবার তোমার উত্তম দাস হতে চাই।' তাই বলে খড়্গা দ্বারা তাঁকে গলায় আঘাত করেন।

তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে ভেন্সেস্লাস তাঁকে বলেন, 'ভাই, কী করছ?' ও তাঁকে ধরে মাটিতে লুটিয়ে দেন। কিন্তু বোলেস্লাসের এক মন্ত্রী শীঘ্রই এসে ভেন্সেস্লাসকে হাতে আঘাত করেন। হাতে আহত হয়ে ভেন্সেস্লাস ভাইকে ছেড়ে গির্জার দিকে পালিয়ে যান। কিন্তু আরও দু'জন ধূর্ত লোক তাঁর পিছনে দৌড় দিয়ে গির্জার প্রবেশদ্বারে তাঁকে হত্যা করে। আর শুধু তা নয়, চতুর্থ একজন খড়্গের আঘাতে তাঁর পাশ বিঁধিয়ে দেয়। ভেন্সেস্লাস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বলেন, *প্রভু, তোমারই হাতে আমার আত্মা সঁপে দিই।*

শ্লোক হো ১৪:৬; সাম ৯২:১৩,১৪ দ্রঃ

℣ ধার্মিক মানুষ লিলিফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে,
℟ প্রভুর সামনে নিত্যই পল্লবিত হবে।
℣ প্রভুর গৃহে রোপিত হয়ে সে নিত্যই বিকশিত হবে:
℟ প্রভুর সামনে নিত্যই পল্লবিত হবে।

২৯শে সেপ্টেম্বর

মহাদূত মিখায়েল ও স্বর্গদূতবৃন্দ

পর্ব

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১২:১-১৭

নাগদানবের সঙ্গে মিখায়েলের সংগ্রাম

স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে, যার মাথায় বারোটা তারার মুকুট। সে গর্ভবতী, ব্যথায় ও প্রসবযন্ত্রণায় জোর গলায় চিৎকার করছে। তখন স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখা গেল: দেখ, আগুনে-লাল রঙের বিরাট একটা নাগদানব—তার সাতটা মাথা, দশটা শিঙ ও সাতটা মাথায় একটা করে কিরীট; তার লেজ আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ তারানক্ষত্র টেনে নিয়ে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিল। নাগদানবটা আসন্ন-প্রসবা সেই নারীর সামনে এসে দাঁড়াল; অভিপ্রায় ছিল, নারী প্রসব করামাত্র সে তার সন্তানকে গ্রাস করবে। নারী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে যাঁর শাসন করার কথা; আর তার সেই পুত্রসন্তানকে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হল; কিন্তু নারী মরুপ্রান্তরে পালিয়ে গেল, যেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটা আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেন এক হাজার দু'শো ষাট দিন ধরে তাকে যত্ন করা হয়।

তখন স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী নাগদানবকে আক্রমণ করলেন। নাগদানবটাও তার নিজের দূতবাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করল, কিন্তু জিততে পারল না; এমনকি স্বর্গে তাদের জন্য কোন স্থান আর রইল না। সেই বিরাট নাগদানব—সেই যে আদিম সাপ, যাকে দিয়াবল ও শয়তান বলা হয়, গোটা জগৎকে যে ভোলায়—তাকে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, এবং তার সঙ্গে তার দূতবাহিনীকেও

ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। তখন আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল:

‘আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে,
তাঁর খ্রীষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;
কারণ ঈশ্বরের সামনে যে দিনরাত আমাদের ভাইদের অভিযুক্ত করত,
সেই অভিযোক্তাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল।
তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা
ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা,
কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা!
তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!
কিন্তু তোমরা, হে পৃথিবী ও সমুদ্র, তোমাদের সর্বনাশ আসন্ন,
কারণ দিয়াবল তোমাদের ওখানেই নেমে গেছে;
সে মহা রোষে রুষ্ট,
কেননা সে জানে, তার সময় আর বেশি নেই।’

নাগদানবটা যখন দেখল, তাকে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, তখন, পুত্রসন্তানকে প্রসব করেছিল যে নারী, সে তার পিছু পিছু ছুটে গেল। কিন্তু সেই নারীকে বিরাট সেই ঈগলের ডানা দেওয়া হল, যেন সে মরুপ্রান্তরে সেই আশ্রয়স্থলেই উড়ে যায়, যেখানে সাপের দৃষ্টির আড়ালে তাকে ‘এক কাল ও দুই কাল ও অর্ধেক কাল’ ধরে যত্ন করা হবে। তখন সাপটা মুখ থেকে নারীর পিছনে নদীর মত জলধারা উগরে দিল, যেন তাকে সেই জলস্রোতে ভাসিয়ে নিতে পারে। কিন্তু পৃথিবী নারীর সাহায্যে এল; নিজের মুখ খুলে নাগদানবের মুখ থেকে উগরে দেওয়া নদী গিলে ফেলল। তখন নাগদানব নারীটির উপরে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হল, ও তার বংশের সেই বাকি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করে ও যীশুর সাক্ষ্য যাদের অধিকৃত সম্পদ।

শ্লোক প্রত্যা ১২:৭,১০; ১৯:১ দ্রঃ

℟ স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল নাগদানবকে আক্রমণ করলেন। তখন এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল:
* পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই!
℣ আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে, তাঁর খ্রীষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;
* পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই!

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৩৪:৮৯**

‘দূত’ শব্দটি স্বরূপ নয়, ভূমিকাই ব্যক্ত করে

একথা জানা উচিত যে, ‘দূত’ শব্দটি স্বরূপ নয়, একটা ভূমিকাই ব্যক্ত করে। বস্তুতপক্ষে স্বর্গীয় মাতৃভূমির সেই ধন্য জীবাত্মাবৃন্দ সবসময়ের মতই জীবাত্মা হয়ে থাকেন; অথচ তাঁদের সবসময় ‘দূত’ বলে অভিহিত করা চলে না, কেননা যখন তাঁদের মধ্য দিয়ে একটি সংবাদ দেওয়া হয়, শুধু তখনই তাঁদের দূত বলা উচিত। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সাধারণ সংবাদ দেন, তাঁদের বলা হয় দূত, কিন্তু যাঁরা মহাঘটনারই সংবাদ দেন, তাঁদের মহাদূত-ই বলা হয়।

এজন্যই তো কুমারী মারীয়ার কাছে সাধারণ এক দূত নয়, কিন্তু গাব্রিয়েল মহাদূত-ই প্রেরিত হন। প্রকৃতপক্ষে যত সংবাদের মধ্যে সবচেয়ে মহাসংবাদ দেবার জন্য, তেমন দায়িত্ব নিয়েই যে দূতদের মধ্যে প্রধান একটা দূত প্রেরিত হলেন, তা সত্যি সমীচীন ছিল।

মহাদূতবৃন্দ এমন বিশেষ বিশেষ নামের অধিকারী যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁরা কোন্ বিশেষ কাজে নিযুক্ত। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দর্শন থেকে নির্গত সেই পূর্ণজ্ঞান যা নগরীকে পূর্ণতা দান করে, সেই স্বর্গীয় পবিত্র

নগরীতে এক এক দূতের এমন ভিন্ন ভিন্ন নাম নেই যা তাঁদের ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত করে। কিন্তু, তাঁরা বিশেষ কাজের জন্য যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন সেই বিশেষ কাজ অনুসারেই একটা বিশেষ নাম ধারণ করেন।

তাই মিখায়েলের অর্থ হল: কেবা ঈশ্বরের মত? গাব্রিয়েলের অর্থ ঈশ্বরের শক্তি, ও রাফায়েলের অর্থ ঈশ্বরের ঔষধ।

যখন এমন কিছু করা প্রয়োজন যা সাধনের জন্য মহা সাহস ও শক্তি দরকার, তখন বলা হয় যে মিখায়েলই প্রেরিত, যাতে কাজ ও নামের মধ্য দিয়ে বোঝা যেতে পারে যে, ঈশ্বরের মত কাজ করার সাধ্য কারও নেই। গর্ব ক'রে যে ঈশ্বরের মত হতে কামনা করে বলেছিল, *আমি স্বর্গ পর্যন্তই আরোহণ করব, ঈশ্বরের তারানক্ষত্রের ঊর্ধ্বেও আমার সিংহাসন স্থাপন করব, আমি পরাৎপরের সমকক্ষ হব,* সেই আদিম শত্রু জগৎশেষে একাকী হয়ে চরম দণ্ডাদেশে দণ্ডিত হবে। আচ্ছা, যোহনের বাণী অনুসারে, সেই শত্রু মহাদূত মিখায়েলের সঙ্গে সংগ্রামরত বলে উপস্থাপিত: *মিখায়েলের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বেধে গেল।*

মারীয়ার কাছে সেই গাব্রিয়েল প্রেরিত, যাঁর নামের অর্থ ঈশ্বরের শক্তি। তিনি তাঁরই সংবাদ দিতে এসেছিলেন, যিনি অন্তরীক্ষের অশুভ শক্তিবৃন্দকে পরাস্ত করার জন্য নিজের প্রসন্নতায় বিনম্র অবস্থায় আবির্ভূত হলেন। তাই, যিনি স্বর্গবাহিনীর প্রভু ও শক্তিশালী যোদ্ধা বলে আসছিলেন, সঙ্গতভাবেই তাঁর আগমনের সংবাদ 'ঈশ্বরের শক্তি' দ্বারাই দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

উপরে বলেছি, রাফায়েলের অর্থ ঈশ্বরের ঔষধ। বস্তুতপক্ষে তিনি চিকিৎসকের মতই তোবিতের চোখ স্পর্শ করে তাঁর অন্ধতার অন্ধকার ঘুচিয়ে দিলেন। তাই যিনি আরোগ্যদান করতে প্রেরিত হলেন, তাঁকে যে 'ঈশ্বরের ঔষধ' বলা হয়, তাও যুক্তিসঙ্গত।

শ্লোক প্রত্যা ৮:৩,৪; দা ৭:১০ দ্রঃ

প্র এক স্বর্গদূত মন্দিরের বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি ছিল; এবং তাঁকে প্রচুর ধূপধুনো দেওয়া হল,
উ আর সেই ধূপধুনোর ধোঁয়া স্বর্গদূতের হাত থেকে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।
প্র লক্ষ লক্ষ দূত তাঁর সেবা করছিলেন, কোটি কোটি দূত তাঁর পরিচর্যা করছিলেন,
উ আর সেই ধূপধুনোর ধোঁয়া স্বর্গদূতের হাত থেকে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।

৩০শে সেপ্টেম্বর

সাধু যেরোম, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে সাধু যেরোমের ব্যাখ্যা **মুখবন্ধ ১,২**

শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞতা মানে খ্রীষ্ট বিষয়ে অজ্ঞতা

তন্ন তন্ন করে শাস্ত্রের অনুসন্ধান কর, এবং *খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে,* খ্রীষ্টের এ আজ্ঞা দু'টোর প্রতি বাধ্য হওয়ায় আমি আমার কর্তব্য পালন করি। তবেই ইহুদীদের মত আমাকেও একথা শুনতে হবে না, *তোমরা শাস্ত্রও জান না ও ঈশ্বরের পরাক্রমও জান না বিধায় নিজেদের ভোলাচ্ছ।* আসলে, প্রেরিতদূত পলের কথা অনুসারে, যখন খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, তখন যে কেউ শাস্ত্র জানে না, সে ঈশ্বরের পরাক্রমও জানে না, তাঁর প্রজ্ঞাও জানে না: শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞতা মানে খ্রীষ্ট বিষয়ে অজ্ঞতা।

তাই আমি সেই গৃহকর্তার মত হতে চাই, যে আপন ধনসম্পদ থেকে নতুন ও পুরাতন জিনিস সবই বের করে আনতে পারে; আবার সেই কনেরই মত হতে চাই যে পরম গীতে বলে, *হে আমার প্রিয়তম, তোমার জন্য নতুন ও পুরাতন দু'টোই গচ্ছিত রেখেছি।* তবু নবী ইসাইয়ার বাণী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি তাঁকে নবী শুধু নয়, সুসমাচার-প্রচারক ও প্রেরিতদূত বলেও উপস্থাপন করতে অভিপ্রায় করি; কেননা তিনি অপর সুসমাচার-প্রচারকদের বেলায় যা বলেছিলেন, তা নিজের বেলায়ও বলেছিলেন: *আহা, কত না সুন্দর*

পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে, মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে। আর ঈশ্বর তাঁকে যেন একজন প্রেরিতদূতেরই মত প্রশ্ন রাখেন, *কাকে আমি প্রেরণ করব? কে যাবে এ জনগণের কাছে?* আর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *এই যে আমি! আমাকে প্রেরণ কর।*

তথাপি কেউ যেন মনে না করে যে আমি শাস্ত্রবাণীর এ পুস্তকের বিষয়বস্তু স্বল্প কথায় শেষ করতে চাই! বাস্তবিকই এ গ্রন্থ এমন যা নিজের মধ্যে প্রভুর সমস্ত রহস্য ধারণ করে। সত্যিই ইসাইয়ার পুস্তকে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভু কুমারী-গর্ভে জাত ইম্মানুয়েল বলে পূর্বপ্রচারিত হলেন; আর শুধু তা নয়, মহাচিহ্ন ও অলৌকিক কাজের সাধক বলে, মৃত ও সমাহিত, পাতাল থেকে পুনরুত্থিত ও সর্বজাতির ত্রাণকর্তা বলেও তিনি পূর্বপ্রচারিত হলেন। আর পদার্থবিদ্যা, নীতি ও যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আমি কীবা বলতে পারব? শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কযুক্ত, জিহ্বা যা কিছু উচ্চারণ করতে পারে, মর্তবাসীদের জ্ঞান যা কিছু উপলব্ধি করতে পারে—সেই সমস্তই এ পুস্তকে নিহিত। তেমন রহস্যগুলোর গভীরতা বিষয়ে স্বয়ং লেখক সাক্ষ্যদান করেন; তিনি বলেন, *সমস্ত দর্শন তোমাদের পক্ষে সীলমোহর-যুক্ত পুস্তকের কথার মত হবে; যে লেখাপড়া জানে, পুস্তকটা তাকে দিয়ে তুমি যদি বল, 'দয়া করে, এ পড়,' তবে সে উত্তরে বলবে, 'আমি পারি না, কারণ পুস্তকটা সীলমোহর-যুক্ত।' কিংবা যে লেখাপড়া জানে না, পুস্তকটা তাকে দিয়ে তুমি যদি বল, 'দয়া করে, এ পড়,' তবে সে উত্তরে বলবে, 'আমি লেখাপড়া জানি না।'*

সুতরাং, রহস্যগুলো এমন, যা ঠিক রহস্য বলেই অনভিজ্ঞদের কাছে বন্ধ ও তাদের উপলব্ধির অতীত হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু নবীদের কাছে খোলা ও স্পষ্ট। তাই তুমি ইসাইয়ার পুস্তক বিধর্মীদের হাতে দিলে তারা ঐশঅনুপ্রাণিত পুস্তকগুলো সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে তোমাকে বলবে, শাস্ত্রবাণীর পুস্তক পাঠ করতে শিখিনি বিধায় আমি তা পাঠ করতে পারি না। নবীরা কিন্তু যা বলতেন, তা জানতেন ও তার অর্থ উপলব্ধি করতেন। আসলে সাধু পলের পত্রে আমরা এবাণী পড়তে পারি: *নবীদের আত্মিক প্রেরণা নবীদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে,* যেন প্রয়োজন অনুসারে নীরব থাকা বা কথা বলা তাঁদের উপরেই নির্ভর করে।

তাই নবীরা যা বলতেন, তার অর্থ উপলব্ধি করতেন, এজন্য তাঁদের সকল বাণী প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধিতে পূর্ণ। যে ঈশ্বর তাঁদের অন্তরে কথা বলছিলেন, তাঁদের কানে তাঁর কণ্ঠস্বরের স্পন্দন শুধু নয়, তাঁর স্বয়ং বাণীই পৌঁছত। এবিষয়ে নবীদের মধ্যে কয়েকজন এপ্রকার সাক্ষ্য দেন, *দূত আমার মধ্যে কথা বলছিলেন;* এবং, *আত্মা আমাদের হৃদয়ে চিৎকার করে বলেন, আব্বা, পিতা;* আবার: *আমি শুনব প্রভু ঈশ্বর কী কথা বলবেন।*

শ্লোক ২ তি ৩:১৬,১৭; প্রবচন ২৮:৭

℣ গোটা শাস্ত্রবাণী ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত; ধর্মশিক্ষার জন্য ও ধর্মময়তায় দীক্ষাদানের জন্য তার উপযোগিতা আছে।

℟ এতে ঈশ্বরের মানুষ পূর্ণগঠিত ও সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

℣ সে-ই সদ্বিবেচক সন্তান, যে বিধান মেনে চলে।

℟ এতে ঈশ্বরের মানুষ পূর্ণগঠিত ও সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।